সর্ব্ব ধর্ম্ম আরতি ও বিধি

সপ্তদশ সংস্করণ
আনন্দাব্দ-১৯২
১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন

গ্রাম+ডাকঘর: ভোলাচং, উপজেলা: নবীনগর,
জেলা: ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
বাংলাদেশ।

প্রকাশনায়: প্রকাশনা কমিটি
সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
প্রধান কার্য্যালয়: ভোলাচং,
নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

সম্পাদনায়: প্রভাত কান্তি পাল
প্রেসিডেন্ট
সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
প্রধান কার্য্যালয়ঃ
ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
[সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

অর্থায়নে: পিতৃদেব স্বর্গীয় উপেন্দ্র চন্দ্র সাহা ও মাতৃদেবী
কিরণ বালা সাহার পূণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে–
পুত্র : শ্রী শিবদাস সাহা
পুত্রবধূ : শ্রীযুক্তা শিলা রাণী সাহা
ঠিকানা :
গ্রাম ও ডাকঘর : রামকৃষ্ণপুর।
উপজেলা : হোমনা।
জেলা : কুমিল্লা।
বাংলাদেশ।

ভূমিকা

সর্ব্ব ধর্ম্মাবতার শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ স্বামী মহারাজ সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া চারটি আরতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'আরাত্রিকা' হইতেই আরতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

স্বামিজী মহারাজের প্রবীন শিষ্য রাম দয়াল সাধু একদিন স্বামিজীকে বলিলেন, বাবা অনেক ধর্ম্মে আরতি করিবার বিধান আছে। আপনার আদেশ পাইলে আমরাও আরতি করিতে পারি। স্বামিজী মহারাজ তাহাকে "প্রেমসিন্ধু হরি ওঁ জয় দয়াময়" এই ধুয়ামূলক আরতি রচনা করিয়া দেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থানকালে স্বামিজী মহারাজ বৃন্দাবনী ভৈরু রাগিণীতে "জয়দেব দয়াময়" এই আরতি রচনা করেন। অরুণোদয় সময়ের অর্দ্ধঘন্টা পরে মৃদঙ্গাদি তানলয় যোগে এই মঙ্গলারতি করিবার উপদেশ রহিয়াছে।

জগজ্জননী মহা মহাকালী "সবে বল জয় জয় দয়াময়ের জয়" এই আরতি প্রকাশ করেন। এই আরতির শেষ পদে "শিব রাম কৃষ্ণ দুর্গা আল্লা করিমের জয়" এই মহাজন বাক্য দেখিতে পাইয়া স্বামিজী মহারাজের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু শিষ্য আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি "জয় শিব হরি কৃষ্ণ কালী দয়াময়" এই আরতি তাহাকে রচনা করিয়া দেন। পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ প্রথম ও শেষ আরতি সন্ধ্যাকালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরতি প্রাতঃকালে করিবার নিয়ম প্রণালী বিধিবদ্ধ করেন। মহাকালী নাম সংকীর্ত্তন ও কতক সমাজ বিধিও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।

এই আরতি সমূহের অর্থ ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য মনে হয়। শ্রী আনন্দ নিজেও আরতি সমূহের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া যান নাই। শ্রীশ্রী কর্ত্তামহারাজ বলিয়াছেন, "সর্ব্ব ধর্ম্মের সমস্ত তত্ত্বই সংক্ষেপে এই কয়টি আরতির মধ্যে রহিয়াছে। ইহাদের সুর, তাল ও লয় সত্যই সাধকের অন্তরে আনন্দ ও শক্তি সঞ্চার করে। নামের সাধন জগতের যোগে জাগিলেই আরতির ফল উপলব্ধি হইতে পারে।"

অতএব প্রাতঃসন্ধ্যায় যথারীতি আরতি করিলে সর্ব্ব ধর্ম্মের সাধনার ফল সর্ব্ব ধর্ম্মার্থীগণ অচিরেই দেখিতে পাইবেন। দয়াময় নামে ভক্তি, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা ক্রমে জাগরিত হইবে।

শ্রী কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার

(১৪০১ বাংলা)

সর্ব্ব ধর্ম্ম আরতির গুরুত্ব সম্পর্কিত কিছু কথা

'আরাত্রিকা' শব্দ হইতে আরতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সর্ব্ব ধর্ম্মের ইতিহাসেও কিছুটা আরতির ইতিহাস রহিয়াছে।

সর্ব্বধর্ম্মাবতার শ্রীশ্রীমৎ আনন্দস্বামী মহারাজ একবার সাতমুড়া গ্রামে শ্রীল গোপালদাস মহন্ত মহাশয়ের আখড়ায় আসেন। সেখানে স্বামিজী মহারাজের একজন একনিষ্ঠ শিষ্য শ্রীল রামদয়ালও উপস্থিত হন ও স্বামিজীকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জানিয়া চিরতরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মন-প্রাণ ঢালিয়া দেন। স্বামিজী সেখান থেকে আন্দিকুট রওয়ানা হন। তখন বর্ষাকাল। পথে রামদয়াল দাদা তাঁহার শ্রীপদে এই নিবেদন করেন, "বাবা, আমি অজ্ঞান, লিখাপড়া কিছুই জানি না, অতএব আমার প্রার্থনা, গানে টান দিলেই যেন আপনাকে পাই।" তখনি আনন্দ মহারাজ কিছুকাল শুইয়া থাকিয়াই ধ্যান করেন ও একটি কীর্ত্তন রচনা করিয়া দেন। ইহাই সন্ধ্যা আরতি– (প্রেমসিন্ধু হরি ওঁ জয় দয়াময়...)। আর অন্য যে দুইটি গান আমরা প্রাতে ও সন্ধ্যা সময়ে করিয়া থাকি, তাহাদেরও কিছুটা ইতিহাস আছে। শুনিয়াছি, "মহা মহাকালী" নিজে "সবে বল জয় জয় দয়াময়ের জয়" এই ধুয়ামূলক কীর্ত্তনটি প্রকাশ করেন। ইহার শেষ পদে "শিব রাম কৃষ্ণ দুর্গা আল্লা করিমের জয়" এই কথাটি আছে; কিন্তু কোন কোন হিন্দু এই পদটি আপত্তিমূলক বিবেচনা করেন, কারণ, আল্লা করিমের জয় বলিলে নাকি হিন্দুত্বের হানি ঘটে। সে কালে নবীনগরের জমিদার পরলোকগত বাবু মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী মহোদয় শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন। তাহার আসনেও আরতি হইত। জমিদার বাড়ির কোন বৈষ্ণব মহাজন

উক্ত আরতির সম্বন্ধে আপত্তি উপস্থিত করেন। শ্রীল মোহিনী বাবু এই বিষয় স্বামিজীর দরবারে যাইয়া জ্ঞাপন করেন। শেষে স্বামিজী "জয় শিব হরি কৃষ্ণ কালী দয়াময়।" এই ধুয়ামূলক সংকীর্ত্তনটি তাহাকে রচনা করিয়া দেন। স্বামিজী একবার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সেখানেই তাঁহার হৃদয়ে "জয়দেব দয়াময়" এই আরতিটি প্রকাশিত হয়। ইহা তিনি বৃন্দাবনী সুরে অর্থাৎ বৃন্দাবনী ভৈরু রাগিনীতে গাহিতেন।

এই ছিল আরতির ইতিহাস। কিন্তু এই কীর্ত্তন কয়টির অর্থ ভাষার ভিতর দিয়া বাহির করা অসাধ্য। শ্রী আনন্দ নিজেও ইহাদের কোনরূপ ব্যাখ্যা করিয়া যান নাই। উনার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমৎ মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী পরবর্তীকালে আরতির অর্থের ব্যাখ্যা করেন। সর্ব্বধর্ম্মের সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে এই কয়টি আরতির মধ্যে রহিয়াছে। ইহাদের সুর, তাল ও লয় সত্যই সাধকের অন্তরে আনন্দ ও শক্তি সঞ্চার করে। সর্ব্বধর্ম্মের উপাসকদের প্রাণের সকল রস পুষ্টির নিমিত্তে দয়াময় আরতির সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের ফল প্রথমে বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু সরল মনে সদুদ্দেশ্য নিয়া আরতি রোজ নিয়মিতভাবে করিলে ধর্ম্মের উত্তেজনা শান্ত হইবে, কর্ম্মের মধ্যে মনের শান্তি জাগিবে ও সাধন সহজে পুষ্টি লাভ করিবে। মহাত্মাদের মধ্যে কোন একজন ঋষি আরতিতে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "কেবল এই চারিটির ফলেও মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করিতে পারিবে।"

দিবার কার্য্য যেন প্রভাত আরতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে জাগিয়া উঠে, সন্ধ্যারতির শব্দে শব্দে যেন হৃদয়ে ঈশ্বরোপাসনার স্রোত লহরে লহরে বহিয়া থাকে। সুতরাং সাধকের মধ্যে উপাসনার প্রবাহ না ছুটিলে আরতির সম্যক ধারণাও জন্মিতে পারে না।

অতএব নামের সাধনা জগতের যোগে জাগিলেই আরতির ফল উপলব্ধি হইতে পারে।

সাধন পথিক সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে উপলব্ধির অসংখ্য তত্ত্ব আছে জানিয়া আস্তে আস্তে দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিবেন। প্রাতে উঠিয়া যেমন দৈনন্দিন কার্য্যভার গ্রহন করিবার সময় হইয়া উঠে, তেমন আমরাও আমাদের পিতার প্রার্থনা ও প্রশংসা দ্বারা হৃদয়ে বল সঞ্চয় করি ও তাঁহার আশীর্বাদ মস্তকে লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। ইহাই প্রভাত আরতির কথা।

যিনি সারাদিন আমাদের কার্য্যে শক্তি দিয়াছেন, আমাদিগকে লইয়া কর্তব্যের পথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং আমাদের অন্তরে তাহার নাম স্মরণ করিতে দিয়াছেন; সন্ধ্যা হইলে পর সেই পরমেশ্বরকে আবার ধন্যবাদ দিতে হয় ও জয়যুক্ত তাঁহার নামে আরতি করিতে হয় যেন আর সেই বিলাসে মোহিত না হই– প্রেমের উপাসনায় মন দিতে পারি এবং চিরদিনের জন্য দর্শনাদি সাধনার দ্বারা পতি পত্নী উভয়ে মিলিয়া অমৃতের অধিকারী হইতে পারি। ইহাই সন্ধ্যা আরতির প্রার্থনা।

এইজন্য প্রাতঃকালে সাধক উঠিবেন এবং প্রাণ-মন ঈশ্বরে অর্পণ করিবেন। তাহার উচিত রোজ বেহানে আরতি করা এবং ঈশ্বর কৃপা সম্বল করিয়া দৈনিক কার্য্যে নিয়োজিত হওয়া। নিয়মিতভাবে আরতি করিলে তাহার প্রাণে সত্য ফুটিবে, নিত্য কর্ম্মে নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে এবং জীবনের সঙ্গে নামের সংযোগ স্থির হইবে। সুতরাং সাধন পথিক সর্ব্ব ধর্ম্মের আরতিকে সাদরে গ্রহন করিবেন। সর্ব্ব ধর্ম্মের আরতিগুলোর ফল সম্বন্ধীয় কিছুটা সারমর্ম 'আশীর্ব্বাদ' গ্রন্থ থেকে লিপিবদ্ধ করা হইল

১। প্রভাত আরতি

(ক) "জয়দেব দয়াময়...।"

অরুণোদয় সময়ের অর্দ্ধ ঘন্টা পরে সমস্বরে দু-এক জন মিলিয়া মৃদঙ্গাদি তান লয় যোগে মঙ্গলারতি করিবে। এই আরতিতে ব্রহ্মবীজ উদ্ভূত হয় এবং দয়াময়ের সেবা পূর্ণভাবে প্রকৃতিতে রঞ্জিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে শত্রু-মিত্র, রাজা-প্রজা, দেব-মানব, গন্ধর্ব-কিন্নর, উপালিকা যোগে উপাসকের মধ্যে কর্ম বিতরণ করে। (আশীর্ব্বাদ)

(খ) "সবে বল জয় জয় দয়াময়ের জয়..."।

নিদয়-সদয়, প্রেম-অপ্রেম, জ্ঞান-অজ্ঞান, কর্ম্ম-অকর্ম্ম, সাধন-অসাধন, শান্তি-অশান্তি, প্রকৃতি-পুরুষ, জীবন-মরণ সমুদয় দ্বন্দের একত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে ধর্ম্ম বিটপীর ছায়াতে বসিয়া ত্রিভুবনকে নামের শক্তিতে আমাদের আনয়ন করিতে হইবে। সুতরাং একত্র মিলিয়া প্রাতে এবং মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে নিজের ইচ্ছানুসারে বিশেষ বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে কেবল শান্তির মহিমা ঘোষণা করিবে। কেননা, শান্তিই উপাসনার সার জানিবে। এই সত্য ত্রিভুবন সঙ্গীতে অর্থাৎ মহাকীর্ত্তনে নিবিষ্ট দেখিবে। জীবন সফল করিতে হইলে সঙ্গিনী যোগে উপাসনাতেও এই বিশ্ব-দ্রাবিনী মাধুরী মাখা গান করিবে। নামের সেবা যেমন আবশ্যক সঙ্গীত সেবাও সর্ব্বাধিকার লাভের জন্য প্রয়োজনীয় হইয়াছে। মহাকীর্ত্তন আমিত্বের মধ্যে ব্রহ্মত্বের ঐশীফল উপস্থিত করিবে, বিশ্বাস প্রবল করিবে; জীবিকা নির্ব্বাহের সংশোধন করিবে। ধর্ম্মে আস্থা আসিতে বিলম্ব হইলে এই মহাকীর্ত্তন লইয়া বসিবে। তুমি এবং আমি জীবের কল্যাণ করিতে পারিব না। যিনি জগতবাসীর প্রতি নির্নিমেষ ভাবে সর্ব্ব কার্য্যের মধ্যে অনুক্ষণ সর্ব্বদর্শী এবং

সর্ব্ব শক্তিমানরূপে দৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহার অন্তর করুণার বলেই বিশ্ব সাধনার মধ্যে আসিয়াছে। অতএব জয়ধ্বনি এবং মহাকীর্ত্তন যোগে সাধন পূর্ণ হইবে।" (আশীর্ব্বাদ)

২। **সন্ধ্যা আরতি**

(ক) "প্রেমসিন্ধু হরি ওঁ জয় দয়াময়...।"

সারাদিন কাজ কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যা হইলে আরতি করিতে হয়। এই সন্ধ্যারতির নাম মঙ্গলারতি। ইহার ফল সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ গ্রন্থে নিম্ন উক্তি রহিয়াছে :

"এই আরতির মধ্যেই বিশ্ব প্রেম গ্রথিত রহিয়াছে এবং সদয় নিদয় উভয় ভাবের কঠোরতা নাশিনী আহ্লাদিনী প্রীতির ছবি শান্ত দাস্যাদি যোগে বিরাজ করিতেছে।"

(খ) "জয় শিব হরি কৃষ্ণ কালী দয়াময়...।"

সন্ধ্যা বেলাতে আরো একটি কীর্ত্তন করিবার নিয়ম আছে। ইহাতে আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। এই স্থলে "আশীর্ব্বাদ" গ্রন্থে বর্ণিত ইহার ফল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

"গুরু সাধন সর্ব্বতত্ত্বের অধিকারে আনিবার জন্য সন্ধ্যা সময়ে বিশেষ ভাবে "নামকীর্ত্তন" করিবে। এই কীর্ত্তনকে আরতির ভাবে না রাখিয়া কীর্ত্তনের ভাবে করিলে মাধুরী মূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা এবং জগত কালী এই পঞ্চ আদর্শ প্রকাশিত হইয়া শেষ ফল প্রদায়িনী আনন্দময়ী জয়দুর্গা শ্রীশ্রীআনন্দময় দয়াময়, পূর্ণমাসী, যোগমায়া, কালিকানন্দন কুলকেশী, ধর্ম্মাবতার পদ্মমুখী, বিনয়াবতার মনোমোহিনী এই পঞ্চ পুরুষার্থের বিশেষ বিকাশ দান করিবে। এই সঙ্গীতের রসপুষ্টি না হইলে নামের মধ্যে সাধন আসিবে না। দয়াময় এই কথাতে সর্ব্বদাই

লীলার শক্তি রাখিয়াছেন।

আরতির সুর নিয়া আমাদের মধ্যে নানা রকমের কথা হইয়া থাকে। স্বামিজীর আমলেও এরূপ গোলমাল ছিল। 'ব্রহ্মমন্দিরে' আরতির কালে যাহারা কীর্ত্তন করিতেন, তাহাদের সুরে অনৈক্য হইত বলিয়া ঝগড়া হইত, ফলে স্বামিজী মহারাজ সেই সময়ে দক্ষিণে সিদ্ধির কোঠা হইতে আসিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিতেন, তাহাদের প্রবোধ দিতেন– আরতির সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিবে না, যার যেমন ইচ্ছা তেমন সুরেই গাইবে।

তাহার কাছে সেদিনে যাহাদের বাস করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল ও যাহাদের তিনি নিজে আরতিটি শিখাইতেন; তাহাদের কেহ কেহ জানাইয়াছেন যে, চারিটি গান একটু দ্রুতভাবে গাইতে বলিতেন। ইহা রাগিনীর কথা।

যিনি এ ধর্ম্মের মূল কর্ত্তা– যাহার সমীপে ঈশ্বর এই আরতিগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি ছাড়া আর কেহ ইহাদের প্রকৃত সুর বলিতে পারেন না। তবে তাঁহার নিজ আসনে যেভাবে কাজ কর্ম্ম চলে, উহাই আমাদের অনুসরণ করা উচিত। এই জন্যে সেখানে যে রাগিনীতে আরতি কীর্ত্তন হয়, সে রাগিনী অনেকটা পূর্ব্বের রাগিনী বলিয়াই মনে হইতেছে; তবে ঝঙ্কার ও আনুষঙ্গিক অঙ্গাদির কতকটা পরিবর্তন হইয়া থাকিবে। ইহা স্বাভাবিক ও সময়ের পরিবর্তন।" (সর্ব্ব ধর্ম্মের আদর্শ)

বি:দ্র: "আশীর্ব্বাদ", "সর্ব্ব ধর্ম্মের আদর্শ" ও "সর্ব্ব ধর্ম্ম ও মিশন প্রকৃতি" গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

১। প্রভাত আরতি ——— ১
২। সন্ধ্যা আরতি ——— ২
৩। প্রভাত আরতির অর্থ ——— ৫
৪। সন্ধ্যা আরতির অর্থ ——— ৭
৫। প্রভাত আরতির স্তোত্রের অনুবাদ ——— ৮
৬। সন্ধ্যা আরতির স্তোত্রের অনুবাদ ——— ৯
৭। মহাকালীর নাম সংকীর্ত্তন ——— ১০
৮। রবিবাসরীয় বৈঠক ——— ১২
৯। শনিবাসরীয় বৈঠক ——— ১৩
১০। মঙ্গলবাসরীয় বৈঠক ——— ১৫
১১। শ্রী শ্রীমৎ স্বামী আনন্দ মহারাজের জন্মোৎসব ——— ১৭
১২। ১২ বৈশাখ হইতে ১৬ বৈশাখ পর্যন্ত উৎসব ——— ১৮
১৩। শ্রী শ্রীমৎ লবচন্দ্র পাল গুরু মহারাজের জন্মোৎসব ——— ২১
১৪। শ্রীশ্রী মিশন জননী গুরুমাতা মনোরমা দেবীর জন্মোৎসব ——— ২২
১৫। মিশন প্রধান কার্য্যালয়ের আসন সম্পর্কিত প্রাত্যহিক নিয়মাবলি ——— ২৪
১৬। মিশন প্রধান কার্য্যালয়ের বার্ষিক উৎসবের নিয়মাবলি ——— ২৬
১৭। আশ্রম সমূহের আসন সম্পর্কিত প্রাত্যহিক নিয়মাবলি ——— ২৭
১৮। আশ্রম সমূহের বার্ষিক উৎসবের নিয়মাবলী ——— ২৯
১৯। বৈঠক অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী ——— ৩১
২০। পারিবারিক ভোগের নিয়ম ——— ৩২
২১। সর্ব্ব ধর্ম্ম বিবাহ ——— ৩৩
২২। মৃত ব্যক্তির সমাধিকালীন কার্য্য ——— ৩৮
২৩। পারলৌকিক কার্য্য ——— ৩৯
২৪। আসন প্রতিষ্ঠার নিয়ম ৪০

২৫। আসন স্থানান্তরের নিয়ম ——— ৪০
২৬। আসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিয়ম ——— ৪০
২৭। নব গৃহ নির্মাণ ——— ৪১
২৮। গৃহপ্রবেশ ——— ৪১
২৯। সীমন্তোন্নয়ন/ সাধভক্ষন ——— ৪১
৩০। জাতক শুদ্ধি ——— ৪২
৩১। সেবার নিবেদন ——— ৪২
৩২। অন্নপ্রাশন ——— ৪৩
৩৩। সর্ব্ব ধর্ম্মের আদর্শ ——— ৪৪
৩৪। সর্ব্ব ধর্ম্মাবতারের পঞ্চনাম ——— ৪৫
৩৫। সর্ব্ব ধর্ম্মের চিহ্ন ——— ৪৫
৩৬। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন ——— ৪৬
৩৭। ব্রহ্মসঙ্গীত ——— ৪৭
৩৮। নগর কীর্ত্তন ——— ৪৮
৩৯। শ্রীশ্রীমৎ লব চন্দ্র পাল গুরু মহারাজের একটি বিশেষ উপাসনা ——— ৪৯-৫০
৪০। বাংলাদেশে অবস্থিত মিশন প্রধান কার্য্যালয় ও আশ্রম সমূহের নাম, ——— ৫১-৫৪
ঠিকানা, প্রতিষ্ঠার সন ও বার্ষিক উৎসবের তারিখ
৪১। ভারতে অবস্থিত মিশন প্রধান কার্য্যালয় ও আশ্রম সমূহের নাম, ——— ৫৫-৫৭
ঠিকানা, প্রতিষ্ঠার সন ও বার্ষিক উৎসবের তারিখ।
৪২। বাংলাদেশের সংঘ সমূহের নাম, ঠিকানা, প্রতিষ্ঠার সন ও বার্ষিক ——— ৫৮-৫৯
উৎসবের তারিখ।
৪৩। শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ স্বামী মহারাজের কতিপয় উপদেশ। ——— ৬০-৬২
৪৪। শ্রীশ্রীমৎ লব চন্দ্র পাল গুরু মহারাজের কতিপয় উপদেশ। ——— ৬৩-৬৭
৪৫। মিশন জননী শ্রী শ্রী গুরুমাতা ঠাকুরাণীর বাণী ——— ৬৮
৪৬। সর্ব্ব ধর্ম্মার্থীদের করণীয় ——— ৬৯-৭৪
৪৭। বিধি-বিধান সংক্রান্ত সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ ৭৫-৮৪

১। প্রভাত আরতি

ক) আরতি

রাগিনী– বৃন্দাবনী ভৈরু
তাল– ঝাঁপ

জয় দেব দয়াময়।

বিকশিত কুসুম, নবঘন অনুপম, সংহতি নেত্র অবিরাম।
রামকৃষ্ণ দেহ, রহিত সন্দেহ, গেহ রমণী অনুগ্রহ।
রজনী দিবস, মানস সরস, পরশমণি অনিমেষ।
রমণী সুধাকর, দিনমণি দুঃখ হর, বিহরে হৃদয়ে পরাৎপর।
বিষয় গরল, সুধাময় পরিমল, বিলয় বিলাস সম্বল।
বিজয় পতাকা, বন ভবন চন্দ্রিকা,
অলকা তিলক বিভীষিকা।
মৃতসঞ্জীবন, সৃজন পালন, মনমসি দূর নিবারণ।
মানুষ বিহঙ্গ সতত নিঃসঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ সদারঙ্গ।
(৩ বার)

খ) স্তোত্র

যো দেবোহগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥
তদেব সর্ব্বশক্তিমৎ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ রজনীর শেষ প্রহরের শেষার্ধকে অরুণোদয় সময় বলা হয়। অরুণোদয় সময়ের অর্দ্ধ ঘন্টা পরে সমস্বরে দুই-একজন মিলিয়া মৃদঙ্গাদি তান লয় যোগে মঙ্গলারতি (প্রভাত আরতি) করিবে।

গ) আরতি

রাগিনী– আলাহিয়া
তাল– ঠুংরী

সবে বল জয় জয়, দয়াময়ের জয়।
সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি, জগৎ লক্ষ্মীর জয়।
স্থাবর জঙ্গমআদি পশু পক্ষীর জয়।
চেতন অচেতন আদি কীটপতঙ্গের জয়।
শিব রাম কৃষ্ণ দুর্গা আল্লা করিমের জয়।
(৩ বার)

ঘ) জয়ধ্বনি

জয় দয়াময়ের জয়
শান্তি! শান্তি! শান্তি!
হরি ওঁ দয়াময়।

২। সন্ধ্যা আরতি

ক) আরতি

রাগিনী– ঝিঝিট
তাল– ঝাঁপ

প্রেম সিন্ধু হরি ওঁ জয় দয়াময়।
নাম সংযোগে, পূর্ণ অনুরাগে, সাধরে জীবগণ, ছাড়ি শোক ভয়;
বিলাসময় রাজ্য, জগতের ঐশ্বর্য্য, শুভাশুভ কার্য সংশয়।
অবারিত দ্বার, যুগল কিশোর, সিদ্ধ যোনি সহৃদয়;
করুণাময় অর্থ, সকল সামর্থ্য, কৃশ তনু সবিনয়।
জয় পরাজয়, সদয় নিদয়, আহ্লাদিনী পরিচয়;
মনসা শিবজায়া, বিষামৃত ধরা কায়া, অধরা বিদ্যা বিষয়।
প্রকাশ নয়ন, দর্শন, ধ্যান, দান কর অবিষয়।
পরিপূর্ণ সাধন, সসম্পদ জীবন, দেহ নিধন বিদায়। (৩ বার)

খ) স্তোত্র

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোহদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকাণাং ॥
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপা বিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব,
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥
তদেকং স্মরাম স্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎসাক্ষীরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরাবলম্বমীশং
ভবাম্বোধি পোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

(১ বার)

গ) প্রার্থনা

হে দয়াময় করুণা সিন্ধু! তোমার এই জগৎ রাজ্যের সমুদয় অমঙ্গল দূর করিবার নিমিত্ত যে সকল আয়োজন করিয়াছ তাহাতে জগৎবাসীদিগের মনের আনন্দ উদগম কর। তোমার শান্তি-রসাস্পদ ক্রোড়ে ইহলোক ও পরলোকবাসী বিরাজ করিতেছে তাহাদের মধ্যে যাহারা অগ্রে তোমার মঙ্গল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে একত্রে মিলিত কর এবং অন্য কোন প্রতিকারের প্রতি মনের ভাব না রাখিয়া সকল প্রতিকারই তোমার নামের মধ্যে প্রবেশ করে ইহার বিশেষ উপায় বিধান কর। প্রভো! তুমি যে অদ্বৈত কারণ এবং কার্য্য উভয়, ইহা বিশেষভাবে আমাদিগকে বুঝিতে দাও। তোমাকে না জানিয়া তোমার সহিত যোগ অসম্ভব। দয়াময়! তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।

(১ বার)

ঘ) আরতি

(রাগিনী– আলাহিয়া)
(তাল– ঠুংরী)

জয় শিব হরি কৃষ্ণ কালী দয়াময়।
জগত জীবন নাম কর্ম্মযোগে লও।
কালী কৃষ্ণ শক্তি যোগে, জয় নাম অনুরাগে,
হরিল সকল মন্দ জয় দয়াময়।
বিষ্ণু ভক্তি, কৃষ্ণ ভক্তি সম্পদ সুখ বিভূতি,
জয়দেব হরি ব্রহ্ম কৈল অনাময়।
শান্তি রাজ্য কৃষ্ণ কান্তি, কীটপতঙ্গ জগৎ ভ্রান্তি,
দয়াময় নামে জয় সর্ব্বলোকময়।

(৩ বার)

ঙ) জয়ধ্বনি

জয় দয়াময়ের জয়
শান্তি! শান্তি! শান্তি!
হরি ওঁ দয়াময়।

৩। প্রভাত আরতির অর্থ

পরিশিষ্ট : শ্রীশ্রীমৎ আনন্দস্বামী মহারাজের স্বনামধন্য পুত্র ভক্তি ভাজন মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী (ডাক্তার নন্দী) মহাশয় কর্তৃক সর্ব্ব ধর্ম্ম আরতির সংক্ষিপ্ত অর্থ বিবৃত হইল।

প্রভাত আরতি

১। বিকশিত কুসুম = রাধা = প্রকৃতি = ব্যক্ত।
নবঘন অনুপম = কৃষ্ণ = পুরুষ = অব্যক্ত।
নবঘন রূপে কৃষ্ণ সৃষ্টির কারণ।
রাধিকা রূপেতে সৃষ্টি সৃজন পালন।
বিকশিত কুসুম রূপে শ্রীরাধার প্রকাশ,
সৃজন পালন লয় যাহার বিকাশ।
অবিরাম মনশ্চক্ষু হেরিবে ঐ রূপ।
প্রকৃতি পুরুষ হয় যাহার স্বরূপ।

২। জীবের আদর্শ রামকৃষ্ণ অবতার।
মানব দেহেতে হয় প্রকাশ যাহার।
স্ত্রী পুরুষ যোগে হয় সংসারের লীলা।
এইরূপে হরি ব্রহ্ম সংসার সৃজিলা।

৩। মানস সরস = প্রেমযুক্ত হৃদয়।
পরশমণি = রাধাকৃষ্ণ = প্রকৃতি পুরুষ।
প্রেমিক হৃদয় দিবা রজনী অনিমিষ নয়নে প্রকৃতি
পুরুষ রূপ দর্শন করিয়া থাকেন।

৪। রমণী সুধাকর = মনোরম চন্দ্র।
দিনমণি = সূর্য্য।
চন্দ্র সূর্য্যরূপে প্রকৃতি পুরুষ হৃদয়ের মধ্যে বিহার করিতেছেন।

৫। এই সংসার বিষবৎ। কিন্তু এই বিষময় সংসারে থাকিয়াও যদি রাধাকৃষ্ণের অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের লীলা হৃদয়ে দেখিতে পার তবে এই বিষবৎ সংসারও সুখময় হইয়া উঠে।

৬। বনে গৃহে প্রভেদ না থাকিলে অর্থাৎ বন ও গৃহ এক এই ভাব হৃদয়ে উদয় হইলে তিলক মালার প্রয়োজন থাকিবে না অথচ ইহা বৃথা বলিয়া বোধ হইবে। যে সাধক বন ও গৃহ এক উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধক হইতে পারেন।
বিজয় পতাকা = শ্রেষ্ঠ সাধক।
অলকা = টিকি।
তিলক = ফোটা, আচ্ড়া।
বিভীষিকা = ভয়াবহ।

৭। জীবন সৃজন পালন ইত্যাদি অনিত্য বলিয়া মনে ধারণা রহিয়াছে। এই অনিত্য ভাব মন হইতে দূর হইতেছে না।

৮। মানুষ বিহঙ্গ অর্থাৎ জীবগণ মাত্রই আসক্তি শূন্য। তাহাদের আসক্তি বা ইচ্ছা কিছুই নাই। একমাত্র ঈশ্বরের অপূর্ব্ব কৌশল বা ইচ্ছাতে জীবগণের দেহে আসক্তি, মায়া, মমতা, ইচ্ছা ইত্যাদি প্রবেশ করে এবং তাঁহারই ইচ্ছাতে কর্মাদি সফল হইতেছে। যিনি একমাত্র মহান তাঁহারই নিত্য ইচ্ছার অনুগামী হইয়া মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও অন্যান্য উদ্ভিদাদি একই নিয়মে জগতে অনন্ত বৃদ্ধির পথে প্রকাশ ও বিলয় সম্পাদন করিতেছে।

৪। সন্ধ্যা আরতির অর্থ

১। হে মানবগণ, বিলাসময় রাজ্য, জগতের ঐশ্বর্য্য, ভাল, মন্দ, সন্দেহ, রোগ, শোক দুঃখ ইত্যাদি ভুলিয়া পূর্ণ অনুরাগের সহিত নাম সাধন কর।

২। রাধা কৃষ্ণকে সকলেই আরাধনা করিতে পারে এবং তাহাদের নিকট যাইতে পারে। তাহারা সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া উপযুক্ত প্রেমিক হইয়াছেন।

৩। জয় পরাজয়, সদয় নিদয়, সকল বিষয়েই আনন্দিত হওয়া উচিত। মনসা বিষের এবং দূর্গা অমৃতের কায়া ধারণ করিয়াছেন। এই বিষয়টি জ্ঞানযোগে রাখা কঠিন অর্থাৎ ইহা উপলব্ধি করা সহজ নহে।

৪। হে ঈশ্বর, তুমি আমার দর্শন, ধ্যান ও দৃষ্টি শক্তির নয়ন খুলিয়া দাও অর্থাৎ তোমাকে দর্শন করিতে, ধ্যান করিতে পারি এমন চক্ষু দান কর। বিষয়ের অর্থাৎ সংসার যাহা চায় তাহার বিপরীত আমাকে দাও। সাধন পূর্ণ হইলে জীবন সম্পদশালী হইবে এবং মৃত্যু রহিত হইবে।

নাম কীর্ত্তনের অর্থ

১। কালী কৃষ্ণ অর্থ্যাৎ প্রকৃতি পুরুষ যোগে দয়াময়ের নাম অনুরাগের সহিত সাধন কর, দয়াময় অমঙ্গল দূর করিবেন।

২। বিষ্ণু ভক্তি = সম্পদ, ঐশ্বর্য্য।
কৃষ্ণ ভক্তি = প্রেম, সুখ।
বিভূতি = বিকাশ
বিষ্ণু ভক্তিতে সম্পদ, কৃষ্ণ ভক্তিতে প্রেম লাভ হয়। একজন সম্পদের আর একজন প্রেমের বিকাশ। জয় দেব হরি ব্রহ্ম এই নামেতে রোগ দূর হইয়া গেল।

৩। কৃষ্ণ কান্তি অর্থাৎ আদিম নীলিমাতেই পূর্ণ শান্তি লাভ হয়। কৃষ্ণ কান্তিতে শান্তি রাজ্য। এইটা কীট, এইটা পতঙ্গ ইত্যাদি ভাব মায়ার প্রহেলিকা মাত্র। একমাত্র দয়াময়ের নামেতেই সর্ব্বলোকের জয় হয়।

৫। প্রভাত আরতির স্তোত্রের অনুবাদ

বঙ্গানুবাদঃ যে দেবতা অগ্নিতে, জলে এবং সমস্ত বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া আছেন। যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে আছেন, সেই দেবতাকে নমষ্কার করি। সর্ব্বশক্তি তাহার।

৬। সন্ধ্যা আরতির স্তোত্রের অনুবাদ

বঙ্গানুবাদঃ তুমি নিত্য, সর্ব্বলোকাশ্রয় তোমাকে নমস্কার করি। তুমি জ্ঞান ও বিশ্বের আত্মা স্বরূপ অদ্বৈত তত্ত্ব ও মুক্তিদায়ক তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ ব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার। তুমি একমাত্র স্মরণীয়, তুমি অদ্বিতীয় বরণীয়। তুমি একমাত্র জগতের কারণ। তুমি বিশ্বরূপ, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্ত্তা। তুমি একমাত্র পরম পুরুষ, নিশ্চল, নানাবিধ কল্পনাশূন্য। তুমি ভয়ের ভীতি, তুমি ভয়ানকের ভয়ানক। তুমি প্রাণীদিগের একমাত্র গতি। পবিত্র বস্তুসমূহের একমাত্র পবিত্র স্থান। তুমি উচ্চাধিষ্ঠিত ব্রহ্মাদি দেবগণেরও নিয়ামক। তুমি উৎকৃষ্ট পদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট। তুমি রক্ষাকর্ত্তৃগণের রক্ষক। হে প্রভু, হে পরমেশ্বর, তুমি সর্ব্বরূপধারী, বিনাশ রহিত, অনির্দ্দেশ্য এবং ইন্দ্রিয় সকলের অগম্য। হে সত্য স্বরূপ, হে অচিন্ত্য, হে অক্ষর স্বরূপ, হে সর্ব্বব্যাপক, হে অব্যক্ত তত্ত্ব স্বরূপ, হে জগৎ সমুজ্জলকারী সর্ব্বেশ্বর তুমিই আমাদিগকে বিপথ হইতে রক্ষা কর। অতএব একমাত্র তোমাকেই আমরা স্মরণ করি, জপ করি, পৃথিবীর সাক্ষী স্বরূপ একমাত্র তোমাকেই আমরা নমস্কার করি। অবিনশ্বর আশ্রয়শূন্য অথচ পৃথিবীর আশ্রয়ীভূত ভব সমুদ্রের পোত স্বরূপ, শরণাগত পালক একমাত্র তোমাকেই আমরা আশ্রয় করিতেছি।

৭। মহাকালীর নাম সংকীর্ত্তন

সুধাময় হল আজ জগতের জীবন।
মধুর নামের ধ্বনি ছাইল গগন ॥
বরুণ রাখিল নাম জীবনদায়িনী।
পবন রাখিল নাম প্রলয়কারিণী ॥
যমদেব নাম রাখে জগত তারিণী।
শনি রাখিল নাম সংকট নিবারণী ॥
সূর্য্য রাখিল নাম পতিত পাবনী।
ব্রহ্মদেব নাম রাখে কাল বারিণী ॥
ভীষ্মদেব নাম রাখে জগন্মাতা।
জগত পালিকা নাম রাখে ক্ষিতির বিধাতা ॥
জগত লক্ষ্মী নাম রাখে যিনি দয়াময়।
জগদীশ্বরী নাম রাখে নারদ মহাশয় ॥
সরস্বতী নাম রাখে প্রেম বিলাসিনী।
লক্ষ্মী রাখিল নাম জগত মোহিনী ॥
মহাদেব তাঁর নাম রাখে দয়াময়ী।
মহান ইন্দ্র তাঁরে বলে জ্যোতির্ময়ী ॥
রাধিকা রাখিলেন নাম সন্তোষদায়িনী।
মহান শচী নাম রাখে জীমূত বাহিনী ॥
গঙ্গাদেবী নাম রাখে জগৎ জননী।
ছায়া দেবী নাম রাখে জ্ঞানদায়িনী ॥

ইন্দ্রদেব নাম রাখে কর্ম্মযোগিনী।
গণেশ রাখিলেন নাম সিদ্ধিদায়িনী ॥
কার্ত্তিক রাখিলেন নাম শক্তিশালিনী।
মহান শিব নাম রাখে মঙ্গলদায়িনী ॥
আদরিণী রাখিলেন নাম মহান কৃষ্ণ যিনি।
প্রেমময়ী মহাজ্ঞান ব্রহ্মার বাখানি ॥
বলিয়া আনন্দময়ী ডাকেন শ্রীরাম।
জীবন সঞ্চারিণী চন্দ্র রাখিলেন নাম ॥
প্রেমদায়িনী নাম রাখে দেবী রতি সতী।
কলুষ নাশিনী নাম রাখে রতি পতি ॥
মহাশক্তি নাম রাখে চণ্ডালিনী সতী।
শ্রীহরি নাম দিলেন প্রেমের মূরতি ॥
মহান ব্রহ্মা রাখিলেন নাম ব্রহ্মময়ী।
মহান হরি দিলেন নাম তাঁকে ইচ্ছাময়ী ॥
কৃষ্ণ ঠাকুর রাখেন নাম জগৎ কালী।
আনন্দ বলিল তাঁকে মহা মহাকালী ॥
ভুবনেশ্বরী নাম রাখে ভুবন ঈশ্বরী।
সবে মিলে বল আজ হরি হরি হরি ॥
দেব নারায়ণ রাখে নাম পূর্ণ লক্ষ্মী।
অলক্ষ্মী দোষ মিশে গেল জগৎ তার সাক্ষী ॥
প্রাতঃ সন্ধ্যায় নাম করিলে কীর্ত্তন।
সর্ব্বাপদ দূরে যাবে সত্যের বচন ॥

৮। রবিবাসরীয় বৈঠক

শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ মহারাজের জন্ম বার

সময়: অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা

(ফল, মিষ্টি দিয়া ভোগ দিবে)

১) নামজপ ঃ সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
প্রত্যেকে ৩০০ (তিনশত)।

নমস্কার ঃ হরি দয়াময়।

২) সংগীত

রাগিণী- শংকরা, তাল- ছপকি

দয়াল নামের মহিমা রে পৃথিবীতে হইল প্রচার।
হইল প্রচার, মধুর দয়াল নাম ॥
সত্য-সিন্ধু মথিয়া সাধক মহাজন,
পাইল অমূল্য নিধি স্বর্গের সাধন।
জপনের ক্রম আছে দেহের ভিতর,
দর্শন, ধারণ, ধ্যান অতি মনোহর।
ভেষজ অসুর মত যত প্রতিকার,
হইল সকল শেষ কেবল নাম সার।
মৃত্যু শোক আদি যত অসুখ সংসারে,
নামের গুণেতে সব যাইবেক দূরে।
ভয় নাই আর ভাই বল দয়াময়,
জীবন্মুক্ত হবে সবে নামেতে বিজয় ॥ (৩ বার)

৩) পাঠ ও আলোচনা :

যে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ।

৪) জয়ধ্বনি।

৯। শনিবাসরীয় বৈঠক

শ্রীশ্রীমৎ লব চন্দ্র পাল গুরুমহারাজের জন্ম বার

সময় : সন্ধ্যা আরতির পর।
(ফল, মিষ্টি দিয়া ভোগ দিবে)

১) নামজপ ঃ শ্রীগুরু দয়াময়।
প্রত্যেকে ৭০০ (সাতশত)
নমস্কার ঃ প্রেম কর দয়াময় তুমি। (১০ বার বলিয়া)।

২) সংকীর্ত্তন

আমার মন কেনরে ঘোরে,
অধম তারণ গুরুর চরণ রাখ হৃদয় মাঝারে।
আর কেহ নাহি আমাদের অকিঞ্চনে ত্রাণ করে,
দয়াময় গুরু বিনা কেবা হিত করে।
যদি বল বন্ধুহীন আছে কেবা এ সংসারে,
কোথা পাবে শান্তি সুধা চিরকালের তরে।
ধরম করম গুরু ইহকালে লোকান্তরে
অন্ন জল লীলা রস সকল গুরুর করে।
জীবন সর্ব্বস্ব দিয়ে পূজা কররে মন তাঁরে,
কর্ম্মকাণ্ড শুদ্ধ হবে যাবে ভব পারে।
দয়াময় গুরু আছেন দেখ সকল ঘরে ঘরে,
মানুষেতে মানুষ রতন সদা বিরাজ করে।

২। রাগিণী- সুরট, তাল- খেমটা

মরণ হইবে কেন সমাধি তব চরণে
কাশীপতি উল্লাসিত শ্যামার পদ দলনে ॥
লোক নিন্দা ভয়ে আমি সতত মরণ গণি,
ব্যাধি পীড়া মৃত্যু জানি, পাই তোমার প্রেম ধনে।
জন্ম অন্ধতার মুখে, রেখনা আর আমাকে,
তোমার চরণ দেখে, থাকিব আনন্দ মনে।
তুমি সত্য পরাৎপর, দেহ সত্য তব কর,
মানব হবে অমর, বলেছ যে দিনে দিনে ॥

৩) পাঠ ও আলোচনা :

যে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ।

৪) জয়ধ্বনি।

১০। মঙ্গলবাসরীয় বৈঠক

মিশন জননী শ্রীশ্রী গুরুমাতা মনোরমা দেবীর জন্ম বার

সময়ঃ সন্ধ্যা আরতির পর।
ফল, মিষ্টি দিয়া ভোগ দিবে।

১। নামজপ ঃ আনন্দ মহা মহাকালী দয়াময়।
প্রত্যেকে ৭০০ (সাতশত)
নমস্কার ঃ প্রেম কর দয়াময় তুমি।

২। গানঃ রাগিনী পিলু ভৈরবী-তাল যৎ

ভোগ বিলাসে রত, নরনারী সমুদয়,
আছে কি সম্বল বল লভিতে জীবনাশ্রয়।
হয়ে পিঞ্জরের পাখি, আছরে পথ নিরখি,
কেমনে হইবে সুখী, ছেড়ে বন্ধনের দায়।
মনে উচ্চভাব, সদা অনুভব, অভাব পূরণ না হয়,
বিত্ত অর্থ অনুকূল, তথাপি আছ ব্যাকুল,
সতত মন চঞ্চল, কি হবে তার উপায়।
কোথা হতে এলে, আছ কিসে ভুলে,
যাবে কোথা ভাবরে তায়;
শোক মরণ প্রবণ, এ দেহ হবে শোধন
কররে যোগ সাধন লয়ে আত্ম পরিচয়।

৩। সুর-প্রসাদী, তাল-একতাল

দে মা দেখা সময়কালে।
তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা সর্ব্ব কালে।
যে তোমারে পূজা করে সে থাকে সদা কুশলে,
কর্ম্ম ধর্ম্ম সকল তুমি জানবে লোকে কালে কালে ॥
তুমি যারে ভালবাস মরণ নাই তার কোন কালে,
মৃত্যুঞ্জয়ী নাম ধর মৃত্যু পলায় নাম শুনিলে ॥
দয়াময়ের রাজ্যে তুমি আছ মাগো কুতূহলে,
আমি হিসাব করে দেখলেম আবার
জগৎ আছে তোমার কোলে ॥
দয়াময় নামটি তোমার দেওমা আমার হৃদকমলে,
আমি জন্ম দুঃখ দিয়া বিদায় পড়ে থাকব চরণ তলে ॥

৪) পাঠ ও আলোচনা :

যে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ।

৫) জয়ধ্বনি।

১১। শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ স্বামী মহারাজ-এর জন্মোৎসব

১১ বৈশাখ

(প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পালন করিবে)

নিয়ম প্রণালী

ক) প্রাতে : আরতি

খ) ভোগ (সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৫টার মধ্যে)
সাধ্যমত ভোগ দিতে হইবে। 'দয়াময়' নাম স্মরণে রাখিয়া পাক করিতে হইবে। রান্নার পর ধুপ ধুনা ও প্রদীপ দিয়া ভোগ সাজাইতে হইবে। তারপর নিম্ননাম জপ করিবে।

নামজপ : সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
প্রত্যেকে ৫০০ (পাঁচশত)
নমস্কার : হরি দয়াময়।
(লম্বা ভক্তি দিয়া)

গ) পরে : ইচ্ছামত সঙ্গীতাদি করিতে হইবে।

ঘ) জয়ধ্বনি

ঙ) সন্ধ্যায় : আরতি।

১২। ১২ বৈশাখ হইতে ১৬ বৈশাখ পর্যন্ত উৎসব

[সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন (প্রধান কার্য্যালয়) ও প্রত্যেক আশ্রমে ১২ বৈশাখ হইতে ১৬ বৈশাখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন নিম্নলিখিত নিয়মে উৎসব কার্য্য করিবে।]

দ্বিপ্রহরে ভোগ দিয়া

১। নামজপ ঃ সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়
প্রত্যেকে ৫০০ (পাঁচশত)
নমস্কার ঃ শ্রীগুরু দয়াময় তুমি।

২। (ক) সঙ্গীত: রাগিণী-মনোহরসাই, তাল- একতালা

ভয় নাই আর সংসারে দয়াল নাম সাধরে।
জীবের পরিত্রাণ শুভ বিধান দয়াময় রূপ সাগরে।
মধুর প্রেমের ধন, দয়াময় কর মনন, হৃদয় শুদ্ধ হবে অচিরে,
দেখ যাবে ব্যাধি হবে সিদ্ধি মৃত্যু ক্ষয় হবে শরীরে।
শিব শুক নারদাদি, পায় নাই কেউ জীবনের বিধি,
বিধি বিষ্ণু সব যম করে,
এখন অবতীর্ণ মৃত্যু শূন্য দয়াময় রাজ্য বিস্তারে।

২। (খ) সঙ্গীতঃ রাগিণী- মনোহরসাই, তাল- রূপক

এলরে আজ স্বর্গরাজ্য ধরাতে।
হল প্রকৃতি মধুময়, সংসারে প্রেমের জয়,
বিয়োগ দোষ দূরে গেল যোগেতে ॥
কালী নাম কৃষ্ণ যোগে, দয়াময় অনুরাগে,
ধরিলেন বিমান ক্ষিতি যোগেতে;
সাধনের মর্ম্ম ভেদি, পুরুষ প্রকৃতি সিদ্ধি,
আনিলেন সদয় হয়ে কর্ম্মেতে ॥
রোগ শোক মৃত্যু গেল, অভাব নিবৃত্ত হল,
হইল পূর্ণ জগত পুলকেতে ;
দেব মানব সংগ্রামে একতা হল ক্রমে,
দেবভাব এল দেখ মানুষেতে ॥
যে নামে যাহার মনন, দয়াময় যোগে সাধন,
কররে জগজ্জন মানসেতে;
দেখবে তাঁহারই রূপনাম, জীবনে সিদ্ধ কাম,
তিনি প্রকাশ হইলেন সর্ব্ব ভূতেতে।

২। (গ) সঙ্গীতঃ রাগিণী-খটভৈরবী, তাল- একতালা

মনের কামনা সিদ্ধ কর দয়াময় নামেতে।
ওরে রসনা শুননা কুমন্ত্রণা বিষয়েতে।
তুমি যদি হও হে আমার, আমি হ'তে পারি তবে তোমার,
অলীক কার্য্যে আর হইওনা রত, মরবে যন্ত্রণাতে।
কি কাজ আর সে প্রেমে, যাতে নাই নিবারণ যমে,
যদি চাও অমর হ'তে মজরে কর্ম্মেতে; সেই মধুর নামেতে ॥

৩। পাঠ ও আলোচনা :

যে কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ।

৪। জয়ধ্বনি।

৫। রাত্রে ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্গীতাদি করিবে।

১৩। শ্রীশ্রীমৎ লব চন্দ্র পাল গুরুমহারাজ-এর জন্মোৎসব

১৭ বৈশাখ

(প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পালন করিবে)

নিয়ম প্রণালী

ক) আরতি : প্রাতে ও সন্ধ্যায়

খ) প্রাতে আরতির পর :

নামজপ : শ্রীগুরু দয়াময়।

প্রত্যেকে ১৪০০ (এক হাজার চারশত) জপ।

নমস্কার : রুদ্রপতি জয় দয়াময়।

গ) 'দয়াময়' বলিতে বলিতে পাক করিবে।

সাধ্যানুযায়ী ভোগ দিতে হইবে।

(সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৫টার মধ্যে)

ঘ) ধুপবাতি দিয়া ভোগ সাজাইয়া নিম্ন নাম জপ করিবে।

নামজপ : নমো হরি চৈতন্য দয়াময়।

প্রত্যেকে ৩০০ (তিনশত)

নমস্কার : শ্রীগুরু দয়াময় তুমি।

ঙ) সন্ধ্যা আরতির পর ইচ্ছামত সঙ্গীত ও পাঠ করিবে।

চ) জয়ধ্বনি।

১৪। মিশন জননী শ্রীশ্রী গুরুমাতা মনোরমা দেবীর জন্মোৎসব

০৪ অগ্রহায়ণ

(প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পালন করিবে)

নিয়ম প্রণালী

ক) আরতি : প্রাতে ও সন্ধ্যায়

খ) প্রাতে আরতির পর নামজপ :

শিব সীমন্তিনী শ্রীগুরু দয়াময় তুমি

প্রত্যেকে ৩০০ (তিনশত) জপ

নমস্কার : জয়দেব দয়াময়।

গ) 'দয়াময়' বলিতে বলিতে পাক করিবে।

সাধ্যানুযায়ী ভোগ দিতে হইবে।

(সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৫টার মধ্যে)

ঘ) ধুপবাতি দিয়া ভোগ সাজাইয়া নিম্ন নাম জপ করিবে।

নামজপ : কালী কল্পতরু শ্রীগুরু দয়াময় তুমি।

প্রত্যেকে ৫০০ জপ

নমস্কার : জয়গুরু দয়াময়।

সংগীত : (ক) রাগিনী-হিন্দোল, তাল- ঠুংরী

সর্ব্ব নাম সিদ্ধি দান কর এবে দয়াময়।
আর কেন বিপদে পড়ি থাকিব হে এ সময় ॥
করণ কারণ হর্ত্তা বিধাতা পরমাশ্রয়,
জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম যোগে বিশ্বকর মধুময়।
কৃষ্ণ রাজ্য প্রকাশ হয়ে করিল প্রেমের জয়,
শিব, ব্রহ্মা, রাম যোগে, অচিরে দুঃখ কর ক্ষয়।
শ্রীমূর্ত্তি শ্রীধর সহ মিলনে ধরিল কায়,
করহে অমর সাধন আজি পূর্ণ এ ধরায় ॥

(খ) রাগিনী-বেহাগ, পোস্ত গান

আজীবন রাজ্য সুখ দেও আমারে কমল লোচন,
কে আছে তোমা ছাড়া করিবে দুঃখ ভঞ্জন ॥
বিকার বিষয় বুদ্ধি, নাশ করে সর্ব্বশুদ্ধি,
অনুকূল প্রতিবাদী রেখনা আর অকারণ ॥
বিরক্ত হইয়া ফিরি, রাখি আপন পাশরি
তোমাকে হৃদয়ে হরি, করুণার ছবি এখন ॥
কি কাজ আর সংসারে, তুমি আমার হৃদয় দ্বারে,
অনুকূল প্রতিদ্বারে তব মুখকেলি যখন।

জয়ধ্বনি

১৫। মিশন প্রধান কার্যালয়ের আসন সম্পর্কিত প্রাত্যহিক নিয়মাবলী

১। আরতিঃ দুই বেলা ভোরে ও সন্ধ্যায় করিতে হইবে।

২। মিশনের উন্নতির জন্য ঃ
সেক্রেটারী বা তার প্রতিনিধি জপ করিবে।
নামজপ ঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন দয়াময় তুমি।
রোজ ঃ ৭০০ (সাতশত)
নমস্কার ঃ জগতের যোগ পূর্ণ কর দয়াময়।

৩। ভোগের যে কোন পাক করিতে হইলে ঃ
"তুমি দয়াময়" বলিতে বলিতে পাক করিবে।

৪। ভোগঃ মধ্যাহ্নে ১০টা হইতে ৪টার মধ্যে
(১ জনের পরিমাণে পাক করিয়া ভোগ সাজাইয়া ধূপবাতি দিয়া)
সেক্রেটারী বা তার প্রতিনিধি জপ করিবে।
নামজপ ঃ সর্ব্ব সমাজ দয়াময়।
রোজ ঃ ৫০০ (পাঁচশত)
নমস্কার ঃ সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।

৫। আসনের কাপড়াদি পরিস্কার করিয়া পুনরায় স্থাপনের জন্য 'দয়াময়' বলিতে বলিতে কাপড় উঠাইয়া পরিস্কার করতঃ 'দয়াময়' বলিতে বলিতে পাতিবে।

৬। রাত্রে জল সেবাঃ ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে ভোগ দিয়া সেক্রেটারী বা তার প্রতিনিধি জপ করিবে।
নামজপ ঃ সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
৩০০(তিনশত) জপ
নমস্কার ঃ শ্রীগুরু দয়াময়।

* প্রতিবারই লম্বা ভক্তি দিবে। *

৭। আসন ঘরের বাতি ঃ
রাত্রি ১০টা পর্যন্ত থাকিবে।

১৬। মিশন (প্রধান কার্য্যালয়) বার্ষিক উৎসবের নিয়মাবলী

১। আরতি : প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

২। ভোগ : বেলা ১০টা হইতে ৪টার মধ্যে ১০ জনের পরিমাণে ভোগ দিতে হইবে। "তুমি দয়াময়" বলিতে বলিতে পাক করতঃ ষোড়শোপচারে ভোগ সাজাইয়া আসনের সম্মুখে ধুপ বাতি দিয়াঃ-
নামজপ ঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন দয়াময়।
প্রত্যেকে ৭০০ (সাতশত)
(কমপক্ষে ১৩জন সর্বোচ্চ ২১জন জপ করিবে)
নমস্কার ঃ জগতের যোগ পূর্ণ কর দয়াময়।

৩। সাধন ভজন :
ক) নামজপ ঃ অনন্ত সিদ্ধি শ্রীগুরু দয়াময়।
মোট ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) প্রাতে ১০টার মধ্যে।
নমস্কার ঃ রুদ্রপতি জয় দয়াময়।
খ) নামজপ ঃ "দয়াময়"
মোট ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) রাত্রে ১০টার মধ্যে।
নমস্কার ঃ দয়াময় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

* নিয়ম করিয়া পাঠ, আলোচনা ও সঙ্গীতাদি করিবে।
(তবে 'সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত' ও 'প্রকৃত তত্ত্ব' পাঠ করাই শ্রেয়)

* যেকোন কার্য করিয়াই জয়ধ্বনি করিতে হইবে।

বিঃদ্রঃ প্রত্যেক উৎসবে আগের দিন একটি সভা হইবে। উক্ত সভায় ফেলো শ্রেণির সভ্যদের নিয়ে একটি উৎসব কমিটি গঠন ও কর্ম্ম বন্টন তালিকা তৈরি করিতে হইবে। উৎসব কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭জন কিন্তু ১০ জনের বেশি হইবে না। উৎসব কমিটি উৎসব কার্য পরিচালনার জন্য একজন আচার্য্য নিযুক্ত করিবেন।

১৭। আশ্রমসমূহের আসন সম্পর্কিত ও প্রাত্যহিক কার্যের নিয়ম প্রণালী

১। আরতি : ভোরে ও সন্ধ্যায় আরতি করিতে হইবে।

২। আসনের জন্য সাধন :

সেক্রেটারী বা তার প্রতিনিধি জপ করিবে।

ক) নামজপ ঃ দয়াময়।

রোজ: ৭০০ (সাতশত) প্রাতে

রোজ: ৭০০ (সাতশত) সন্ধ্যায়

নমস্কার ঃ অনন্ত রাজ্য সিদ্ধি কর দয়াময়।

৩। আসনের কাপড় পরিষ্কারের জন্য উঠাইতে হইলে সেক্রেটারী বা তার প্রতিনিধি জপ করিবে।

ক) নামজপ ঃ সর্ব্ব সমাজ দয়াময় তুমি।

১০০ (একশত)

নমস্কার ঃ দয়াময় তুমি।

খ) পরিষ্কার করিয়া আনিয়া পাতিবার পূর্ব্বে সেক্রেটারী বা তার প্রতিনিধি জপ করিবে।

নামজপ ঃ রাজ্যপতি কালী দয়াময় তুমি।

১০০ (একশত)

নমস্কার ঃ জয়দেব দয়াময়।

৪। ভোগ: রোজ মধ্যাহ্নে ১০টা হইতে ৪টার মধ্যে একজনের পরিমাণে পাক করিয়া ভোগ দিবে। ভোগ সাজাইয়া ধুপবাতি দিতে হইবে। সেক্রেটারী বা তার প্রতিনিধি জপ করিবে।

ক) নামজপ ঃ সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।

১০০ (একশত)

নমস্কার ঃ শ্রীগুরু দয়াময় তুমি।

৫। আসনে রাত্রে জলসেবাঃ

রাত্র ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে ভোগ দিয়া সেক্রেটারী বা তার প্রতিনিধি জপ করিবে।

ক) নামজপ ঃ সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।

৩০০ (তিনশত)

নমস্কার ঃ শ্রীগুরু দয়াময়।

৬। আসনের আকারের পরিমাপ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই।

৭। আসন ঘরের বাতি :

রাত্রি ১০টা পর্যন্ত থাকিবে।

১৮। আশ্রম সমূহের বার্ষিক উৎসবের নিয়মাবলী

প্রত্যেক আশ্রমের বার্ষিক উৎসব নির্দিষ্ট তারিখে একদিন হইবে।

১। প্রাতে ও সন্ধ্যায় আরতি করিতে হইবে।

২। সাধন ভজন : সংগ্রাম সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
মোট ১,০০০,০০ (এক লক্ষ) নামজপ (তিন বারে)

সকাল ৭টা হইতে ১০টার মধ্যে :

নামজপ ঃ সংগ্রাম সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
মোট ২০,০০০ (বিশ হাজার) উপস্থিত সকলে।
নমস্কার ঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন দয়াময়।

৩। নিয়ম করিয়া ইচ্ছামত পাঠ, আলোচনা ও সঙ্গীতাদি করিবে।
(তবে 'সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত' ও 'প্রকৃত তত্ত্ব' পাঠ করাই শ্রেয়)

৪। উৎসবের দিন খিচুড়ি হইবে। 'তুমি দয়াময়' বলিতে বলিতে উৎসবের পাক করিবে এবং যেকোন ভোগের পাক ঐ নাম জপিতে জপিতে করিতে পারিবে এবং করিবে।

৫। মধ্যাহ্নে ষোড়শোপচারে আসনে পাঁচ জনের পরিমাণে (পাক করিয়া) ভোগ দিতে হইবে। ভোগের সময় ১০টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে। ধূপবাতি দিয়া ভোগ সাজাইয়া নিম্ন নাম জপ করিবে।

বিঃদ্রঃ ষোড়শোপচার : আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্থানীয়, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, মধুপর্ক, তাম্বুল, তর্পণ ও নতি। এই ষোল প্রকার পূজার উপকরণ।

ক) নামজপ ঃ সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
প্রত্যেকে ৫০০ (পাঁচশত) ১০ জনের বেশি নহে
নমস্কার ঃ শ্রীগুরু দয়াময়।

খ) সঙ্গীত ঃ ভয় নাই আর সংসারে .....
অনধিক ২৫(পঁচিশ) জনে দাঁড়াইয়া এই সঙ্গীত করিবে (৩ বার)

গ) সকলে দন্ডবৎ করিবে।

ঘ) জয়ধ্বনি।

৬। সাধন ভজনঃ বিকাল ৩টা হইতে ৫টার মধ্যে :

নামজপ ঃ সংগ্রাম সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
মোট ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) উপস্থিত সকলে।
নমস্কার ঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন দয়াময়।

৭। সাধন ভজনঃ রাত্রি ৭টা হইতে ১০ টার মধ্যে

নামজপ ঃ সংগ্রাম সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
মোট ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) উপস্থিত সকলে।
নমস্কার ঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন দয়াময়।

৮। জয়ধ্বনি ঃ রাত্রি ১০টার মধ্যে।

বিঃদ্রঃ প্রত্যেক উৎসবে আগের দিন একটি সভা হইবে। উক্ত সভায় ফেলো শ্রেণির সভ্যদের নিয়ে একটি উৎসব কমিটি গঠন ও কর্ম্ম বন্টন তালিকা তৈরি করিতে হইবে। উৎসব কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭জন কিন্তু ১০ জনের বেশি হইবে না। উৎসব কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে একজন আচার্য্য নিযুক্ত করিতে হইবে।

১৯। বৈঠকের নিয়মাবলী

সাধ্যমত প্রণামী ও যথারীতি ভোগ সাজাইয়া নম্ন নাম জপ করিবে।

১। নামজপ ঃ সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়
৫০০ জপ (প্রত্যেকে)
নমস্কার ঃ শ্রীগুরু দয়াময়

২। পাঠ ও আলোচনা ঃ
যে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ।
তবে 'প্রকৃত তত্ত্ব' পাঠ করাই শ্রেয়।

৩। গান ঃ ৩টা অথবা ৪টা
সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত

৪। জয়ধ্বনি

২০। পারিবারিক ভোগের নিয়ম

১। ভোগ : সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৫টার মধ্যে যথারীতি ভোগ সাজাইয়া ভোগ দিতে হইবে এবং সাধ্যমত প্রণামী দিবে।

২। গান :
ভয় নাই আর সংসারে ..... (২ বার)

৩। নামজপ :
সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
৫০০ জপ (প্রত্যেকে)
নমস্কার : কালী কল্পতরু জয় দয়াময়।
(১০ বার বলিয়া)

৪। জয়ধ্বনি।

২১। সর্ব্ব ধর্ম্ম বিবাহ

০১। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর দয়াময় সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন প্রতিষ্ঠাকল্পেই আশীর্ব্বাদ করিলেন। উভয়ের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হউক।

০২। উদ্বোধন সংগীত :

রাগিনী-খাম্বাজ, তাল - যৎ

হরি নামেতে অমৃত বর্ষণ হল জগতে।
সে সুধা খাইল যারা র'ল না মৃত্যু ভয়েতে।
আধ্যাত্মিক অমৃত সেই, দেহ ভিন্ন কেবল দেহি,
মায়াকে হইয়া জয়ী যাবে স্বর্গ ধামেতে।
একথা আর নাহি মানি, দেহ আত্মা একগণি,
দয়াময়ের মুখের বাণী মুক্ত হবে দেহেতে।
শুনরে জগতজন, দয়াময় কর মনন,
সর্ব্বযোগেতে মিলন, হবে এই নামেতে ॥১৯৩॥

সর্ব্বধর্ম্ম গীত-২য় ভাগ।

(এক্ষেত্রে উপস্থিত আচার্য্য মহোদয় নিজের অভিমতানুসারে সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত চয়ন করিতে পারিবেন)

০৩। উপাসনা :

সংগীত: রাগিণী-খটভৈরবী, তাল-একতালা

মনের কামনা সিদ্ধ কর দয়াময় নামেতে।
ওরে রসনা শুননা কুমন্ত্রণা বিষয়েতে।
তুমি যদি হও হে আমার, আমি হ'তে পারি তবে তোমার,
অলীক কার্য্যে আর হইওনা রত, মরবে যন্ত্রণাতে।
কি কাজ আর সে প্রেমে, যাতে নাই নিবারণ যমে,
যদি চাও অমর হ'তে মজরে কর্ম্মেতে, সেই মধুর নামেতে ॥

(এক্ষেত্রে উপস্থিত আচার্য্য মহোদয় নিজের অভিমতানুসারে সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত চয়ন করিতে পারিবেন)

০৪। **কন্যা বলিবে :**

আমি শ্রীমতি .....(কন্যার নাম) দয়াময়ের কৃপায় সর্ব্ব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

বর বলিবে :

আমি শ্রী.....(বরের নাম) দয়াময়ের কৃপায় সর্ব্ব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

সঙ্গীত

রাগিনী-খাম্বাজ, তাল- একতালা

করুণাময় হরি একবার দাও হে চরণ তরী।
বিনা তোমার কৃপা কে পারে (নাথ) ভব সাগর দিতে পারি ॥
হরি তোমার কৃপাতে, ভয় নাই আমাতে, দিতে ঝাঁপ অগাধ নীরেতে,
তুমি সুশীতল বারি, হে ভব কাণ্ডারী, সুর নর সেবন মাধুরী ॥
হরি করুনাময় দিলে পথ দেখাইয়া মনের আনন্দ আশা দিয়া
শান্তির সলিল, হৃদয় ভরিল, কেমনে থাকি তোমায় পাসরী ॥
(সর্ব্বধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ)
সংগীত নং-১২৩।

(এক্ষেত্রে উপস্থিত আচার্য্য মহোদয় নিজের অভিমতানুসারে সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত চয়ন করিতে পারিবেন)

৪। **কন্যা বলিবে :**

আমি শ্রীমতি .....(কন্যার নাম) অদ্য ঈশ্বর দয়াময় সমীপে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি অন্যের প্ররোচনা ব্যতীত স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে এই সম্মুখস্থ (বরের নাম উচ্চারণ) কে পতিত্বে বরণ করিলাম। দয়াময় পিতা আমাদের সহায় হউন।

বর বলিবে :

আমি শ্রী .....(বরের নাম) অদ্য ঈশ্বর দয়াময় সমীপে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি অন্যের প্ররোচনা ব্যতীত স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে এই সম্মুখস্থ (কন্যার নাম উচ্চারণ) কে পত্নিত্বে বরণ করিলাম। দয়াময় পিতা আমাদের সহায় হউন।

৫। **কন্যা বলিবে :**

তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক, আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক, আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক। দয়াময় পূর্ণ পরাৎপর ভুবন বিখ্যাত সিদ্ধ যোগে আমাদিগকে গ্রহণ করুন।

বর বলিবে :

তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক, আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক। দয়াময় পূর্ণ পরাৎপর ভুবন বিখ্যাত সিদ্ধ যোগে আমাদিগকে গ্রহণ করুন।

৬। ইহার পর মালা বদল করিয়া প্রার্থনা :

দয়াময় অদ্য তুমি রাজ্য কর হৃদয়ে এইমাত্র সান্ত্বনা আমাদের মনে প্রদান করিয়া উভয় মিলন কার্য সম্পন্ন কর।

৭। **নামজপ ঃ** সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
বর– ৮০০ জপ
কনে– ৮০০ জপ
নমষ্কার ঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন দয়াময়।

* পরে বর কন্যা পরস্পরকে নমষ্কার করিবে।

* *বি:দ্র: আচার্য্য ইচ্ছা করিলে "হরি দয়াময়" এই নাম স্মরণ করিতে করিতে বর-কনে উভয়কে সপ্তবার বেদী প্রদক্ষিণ করাতে পারবেন।)*

সঙ্গীত : রাগিনী-খাম্বাজ, তাল-লক্ষ্ণৌ ঠুংরী

এল শেষ দিন, নর নারীগণ, পাবে পরিত্রাণ, বল দয়াময়।
জনমের ধার, জীবনের ভার, শোধিতে হইবে, প্রেম চন্দ্রোদয়।
শরীর সাধন, জীবে পরিত্রাণ, করিবেন এবার, হইয়ে সদয়।
ভ্রাতা ভগ্নিগণে, বসবে একাসনে, বিবাদ কলহ, হইবেক ক্ষয়।
বহুনাম পেয়ে, ধরিলে হৃদয়ে, এবে দয়াল নামে, পাবে সমুদয়।
নর নারীগণে, স্বর্গের সোপানে, যাবে নামের গুণে আর নাহি ভয়।

(সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ)

(এক্ষেত্রে উপস্থিত আচার্য্য মহোদয় নিজের ইচ্ছানুসারে সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত চয়ন করিতে পারিবেন)

৯। আচার্য্যের উপদেশ।

প্রকৃত তত্ত্ব–

(ক) একাকী সাধনের ইচ্ছা অর্দ্ধযোগ মাত্র
(খ) প্রকৃত বিবাহ
(গ) সাধন ও ব্যবস্থার সম্বন্ধে উপদেশ

জয়ধ্বনি

* (বর-কনে এবং উপস্থিত সকলে সাধ্যমত প্রণামী দিবে)

বি:দ্র: যে আশ্রমের আওতাভুক্ত অঞ্চলে সর্ব্ব ধর্ম্ম মতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানটি স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর সহ আশ্রমের বিবাহ রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

২২। মৃত ব্যক্তির সমাধিকালীন কার্য

১। মৃত ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া নিম্ন নাম জপ করিবে

নামজপ : সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন দয়াময়
প্রত্যেকে ১০০(একশত)
(১০ জনে জপ করিবে কমপক্ষে ৫ জন)

নমষ্কার : সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।

২। মৃত ব্যক্তিকে স্নান করাইবে এবং নতুন কাপড় পরাইয়া নিম্ন নাম জপ করিবে

নামজপ : অনন্ত সিদ্ধি শ্রীগুরু দয়াময় তুমি।
৭০০(সাতশত) উপস্থিত সকলে।
(কমপক্ষে ৫ জন)

নমষ্কার : সর্ব্বযোগ পূর্ণ কর দয়াময়।

৩। সমাধি স্থান ২$\frac{১}{২}$(আড়াই) হাত গভীর করিবে।
সমাধি করিয়া নিম্ন নাম জপ করিবে

নামজপ : নমো রাজ্যপতি জয় দয়াময়।
প্রত্যেকে ৫০০(পাঁচশত) উপস্থিত সকলে।
(কমপক্ষে ৫ জন)

নমষ্কার : কৃপা সিন্ধু জয় দয়াময়।

৪। জয়ধ্বনি: সকলে দাঁড়াইয়া।

বিঃদ্রঃ বাংলাদেশ মিশন হতে প্রকাশিত আরতি বিধির ত্রয়োদশ, চতুর্দশ সংস্করণ ও মিশনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী আরতি বিধিতে লিপিবদ্ধ মৃত ব্যক্তির সমাধিকালীন কার্যের ২নং নিয়মের নামজপ উপস্থিত সকলে কমপক্ষে ০৫ জন করিবে। এই বিধিটি সংযুক্ত করা হল।

২৩। পারলৌকিক কার্য্য

মৃত্যুর ৩(তিন) দিন পরে যেকোনো দিন পারলৌকিক কার্য করা যাইতে পারে।

১। পাক করিয়া ভোগ দিবে। 'দয়াময়' বলিতে বলিতে পাক করিবে। অন্ন ব্যঞ্জন, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়া ভোগ সাজাইয়া নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিবে। (যেকোন একজন আচার্য্য হইবেন)

প্রার্থনা: "মৃত ব্যক্তির জীবন সংশোধনের জন্য শরীর ধ্বংস করিয়াছ দেখিতেছি, কিন্তু তোমার মহিমা সাগরের জলকণিকা স্বরূপ তাঁহার শরীরের অস্তিত্ব তোমাতেই আছে। তুমি ইচ্ছা করিলে, যে সময়ে ইচ্ছা তাহার শরীর আমাদের নিকট আনয়ন করিতে পার। এজন্য এই ভিক্ষা চাই, তাহার জীবন-মুক্তি সম্বন্ধে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা সম্পন্ন হউক; এবং বন্ধুবান্ধবদিগের মনের শোক তাহার পুনরাগমনজনিত আশা দানে দূর করিয়া কৃতার্থ কর।"

(৩ বার)

২। সকলে নিম্ন নাম জপ করিবে

নামজপ : অনন্ত রাজ্যপতি শ্রীগুরু দয়াময় তুমি।

১০,০০০ (দশ হাজার)

নমস্কার : ভুবন বিজয় মহা মহাকালী শ্রীগুরু দয়াময়।

৩। সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত - ৩/৪টি

৪। জয়ধ্বনি

২৪। আসন প্রতিষ্ঠার নিয়ম

নামজপ : সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।

২০০ জপ (উপস্থিত সকলে)

নমস্কার : সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন দয়াময়।

(উপরিউক্ত নাম জপ করিয়া পরে আসন প্রতিষ্ঠা করিবে)

২৫। আসন স্থানান্তরের নিয়ম

আসন উঠাইতে হইলে নিম্ন নাম জপ করিবে।

নামজপ : কেশব হরি দয়াময়।

৭০০ (সাতশত) এক জনে

নমস্কার : মানস প্রতিমা জয় দয়াময়।

(১০ বার বলিয়া)

২৬। আসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিয়ম

আসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্ন নাম জপ করিবে।

নামজপ : মহা মহাকালী দয়াময়।

৩০০ (তিনশত) এক জনে

নমস্কার : মনের কালি হরণ কর দয়াময়।

(১০ বার বলিয়া)

২৭। নব গৃহ নির্ম্মাণ

নামজপ : সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
৫০০ জপ (উপস্থিত সকলে)
নমস্কার : শ্রীগুরু দয়াময়।
(উপস্থিত সকলে সাধ্যানুযায়ী প্রণামী দিবে)

২৮। গৃহ প্রবেশের নিয়ম

গৃহে প্রবেশ করিয়া ১ জনে বা ২ জনে নিম্ন নামজপ করিবে।

নামজপ : আনন্দ মহা মহাকালী শ্রীগুরু দয়াময়।
মোট: ২১০০ (দুই হাজার একশত)

নমস্কার : রাজ্যপতি নমোঃ হরি শ্রীগুরু দয়াময়।

২৯। সীমন্তোন্নয়ন ও সাধভক্ষণের নিয়ম

(ক) ভোগ : সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে অন্নব্যঞ্জন ও ফল-মিষ্টি দিয়া ভোগ সাজাইয়া নিম্ন নামজপ করিবে। (সাধ্যানুযায়ী প্রণামী দিতে হইবে)

(খ) নামজপ : কালী কল্পতরু শ্রীগুরু দয়াময় তুমি।
স্বামী- ১১০০ জপ।
স্ত্রী- ১১০০ জপ।
নমস্কার : চৈতন্য হরি শ্রীগুরু দয়াময়।

(ঘ) জয়ধ্বনি।

৩০। জাতক শুদ্ধি

দয়াময় নাম স্মরণে রাখিয়া রান্না করিতে হইবে। রান্নার পর ধূপবাতি দিয়া যথারীতি ভোগ সাজাইয়া নিম্ন নামজপ করিবে।
(সাধ্যানুযায়ী প্রণামী দিবে)

নামজপ : রাজ্যপতি সর্ব্ব সমাজ হরি দয়াময়।
৭০০ (সাতশত) পিতা
৭০০ (সাতশত) মাতা

নমস্কার : সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন দয়াময়।
তিন (৩) বার বলিয়া)।

৩১। সেবার নিবেদন

১। যেকোন আহার্য্য সেবার পূর্বে
"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্"
৩ (তিন) বার ধ্বনি দিয়া নিবেদন করিবে।

২। সেবা শেষ হইলে-
জয় দয়াময়ের জয়।
শান্তি! শান্তি! শান্তি!
হরি ওঁ দয়াময়। বলিবে।

৩২। অন্নপ্রাশন

শিশুর সপ্তম মাসে মুখে প্রসাদ দিবে।

"দয়াময়" বলিতে বলিতে মিষ্টান্ন রান্না করিয়া যথাবিধি ভোগ সাজাইয়া নিম্নলিখিত নামজপ করিবে।

নামজপ : চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ শ্রীগুরু দয়াময়।
পিতা ও মাতা উভয়ে
মোট ৩০০০ (তিন হাজার)

নমস্কার : সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
(১০ বার বলিয়া)

পিতা-মাতা ভিন্ন অন্য কেহ শিশুর মুখে প্রসাদ দিবে। মাতুলে দিলে ভাল হয়।

(সাধ্যমত প্রণামী দিবে।)

৩৩। সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রধান আদর্শ ৩৬টি

সর্ব্ব ধর্ম্মের মোট আদর্শ ৩৬,০০০ (ছত্রিশ হাজার)। তন্মধ্যে নিম্ন বর্ণিত ৩৬ (ছত্রিশ)টি প্রধান।

১। শিব	২। দুর্গা	৩। কৃষ্ণ
৪। রাধা	৫। কালী	৬। তারা
৭। ষোড়শী	৮। ভুবনেশ্বরী	৯। ভৈরবী
১০। ছিন্নমস্তা	১১। ধূমাবতী	১২। বগলা
১৩। মাতঙ্গী	১৪। কমলাত্মিকা	১৫। জগদ্ধাত্রী
১৬। মনসা	১৭। ব্রহ্মা	১৮। বিষ্ণু
১৯। জগতকালী	২০। লক্ষ্মী	২১। সরস্বতী
২২। হরি	২৩। নারায়ণ	২৪। ব্রহ্ম
২৫। সাবিত্রী	২৬। জগন্নাথ	২৭। রাম
২৮। অনন্ত	২৯। সূর্য্য	৩০। কার্তিক
৩১। গণেশ	৩২। শনি	৩৩। গঙ্গা
৩৪। হনুমান	৩৫। রতি	৩৬। কাম

৩৪। সর্ব্বধর্ম্মাবতার পঞ্চ নামে অভিহিত

১। শ্রী আনন্দ ২। শ্রীশ্রী আচার্য্য মহারাজ
৩। শ্রীশ্রীমৎ আনন্দস্বামী ৪। মহারাজ ৫। দয়াময়

শ্রী আনন্দ বলিতেন-

আমার জ্ঞান অনন্ত। বিশ্বাস পর্বতের ন্যায় অটল, অচল। শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ স্বামী মহারাজ ১২৩৯বাং সনের ১১ বৈশাখ রবিবার দিবা ১১/৪/৩/২৬/১৬ সময়ে তদানীন্তন ত্রিপুরা জেলা (বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) সরাইল উপজেলার কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতি বৎসর ১১ বৈশাখ আনন্দাব্দ আরম্ভ হইবে এবং পরবর্তী বৈশাখের দশম দিবসে শেষ হইবে।

৩৫। সর্ব্ব ধর্ম্মে চিহ্ন "যোগ চিহ্ন"

+

সকল ধর্ম্মের যোগ ইহাতে আছে।

৩৬। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন

শ্রীশ্রীমৎ লবচন্দ্র পাল গুরু মহারাজ দয়াময়ের আদেশ বাণী পাইয়া ১৩২৬ বঙ্গাব্দ সনের ৫ পৌষ সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলিতেন মহাকালী ও দয়াময় ইহাঁরাই মিশনের আদর্শ। এই পথে ত্রিভুবন আসিয়া মিলিবে। উভয়ের মধ্যেই ৩৬ হাজার আদর্শ রহিয়াছে। এই দুইজনকে মান্য করিবে। মিশন সেবাতে ঈশ্বর লাভ হইবেই হইবে। তিনি আরও বলিতেন ইহ পরলোকের এমন কেহ নাই যিনি মিশনের সাথে সংযোগ সাধনে ব্রতী না হইয়া তিষ্ঠিতে পারিবে। যাহারা বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যোগ লাভ করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিবেন তাহারাই মিশন সভ্য হইয়া কার্য্য করিবেন।

৩৭। ব্রহ্ম সঙ্গীত

(কালীকচ্ছের গাছতলায় এই ভোর গান হইত)

ব্রহ্ম নাম বদনেতে বল অবিরাম।
ব্রহ্মানন্দে মেতে সবে কর ব্রহ্মের নাম গান।
জেগে দেখ বিশ্বজন, ব্রহ্মানন্দে মাতিল,
পশু পক্ষী তরুলতা ব্রহ্ম নাম গাহিল।
নর নারী সবে তবে, কোন প্রাণে ঘুমে রবে,
নয়ন মেলিয়া বল জয় ব্রহ্মের নাম গান।
সারা নিশি যাঁর কোলে নিরাপদে ছিলে,
যাঁহার কৃপায় পুনঃ নয়ন মেলিলে।
আগে তাঁরে প্রণমিয়ে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে
হৃদয় ভরিয়ে বল জয় প্রাণারাম,
বল জয় প্রাণারাম, বল জয় প্রাণারাম
বল জয় জয় প্রাণারাম।

৩৮। নগর কীর্ত্তন

হরি বল বাহু তুলে,
শমন দমন হবে যাতে রে।
হরি নাম কর সার ভবসিন্ধু হবে পার,
রবি সুত দূত যারা পলাইবে ত্রাসেরে।
শুনিয়া গোবিন্দ রব, পলাবে পাষন্ডী সব,
সিংহ রব শুনে যেমন করী পলায় বনে রে।
ভাই বন্ধু পরিবার, কেবা সঙ্গে যাবে কার,
যারে বল আপন আপন, সে ত আপন নয় রে।
জীবের দেখি দুরাশয়, কলিযুগে দয়াময়,
দয়াময় নাম সুধা, ঘরে ঘরে যাচে রে ॥

৩৯। শ্রীশ্রীমৎ লব চন্দ্র পাল গুরুমহারাজের একটি বিশেষ উপাসনা

রবিবাসরীয় বৈঠক ও শনিবাসরীয় বৈঠক।
কৃষ্ণনগর মিশনবাড়ী, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ৮ ভাদ্র,
রাত্রিতে উপাসনা।

এখন মিশনের কার্য্য বিশেষরূপে চলিতে পারে তাহার রাস্তা হইল। সুতরাং আজ থেকে প্রতি রবিবার দিবসে কার্য্য প্রকাশ পাইবে ও শনিবার উহার পর্য্যাবসান হইয়া যাইবে। এজন্য রবিবার বিশেষভাবে সাধনের নিমিত্তে পাওয়া গেল এবং প্রত্যেকের মধ্যেই দেখিবে রবিবার দিবসের কার্য্য বিশেষভাবে আসিয়া থাকে। অতএব রবিবার নিয়া কার্য্য পরিষ্কার হইলে জগতের মধ্যে সাধনের মূলে কোন অপূর্ণতা থাকে না। এই রবিবারেই শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ মহারাজের জন্ম। অতএব, এই দিবসকে স্মৃতিতে রাখিয়া চলিতে পারিলে কাহারো কোন প্রকার ক্লেশ হইতে পারে এইরূপ কারণ নাই। জগতের মধ্যে এই জন্য রবিবার নিয়াই সাধন আসিয়া থাকে।

আরও একটি কথা আসিল। ইহা এই যে, জগতের মধ্যে একজন বিশেষ লোক আসিবেন এবং তিনিই সর্ব্ব ধর্ম্মের ঐক্যের নিমিত্তে কার্য্য করিবেন এইরূপ উক্তি 'প্রকৃত তত্ত্বে' লিখিত আছে। আজ এ সম্পর্কে কার্য্য আসিল। জীবনের আশা পূর্ণ হইবে, এই কথা মনের উৎসাহ আনিয়া থাকে এবং সকলেই জানিবার জন্য ব্যাকুল যে কবে আশার পূরণ হইতে পারে।

সর্বাগ্রে এই ধর্ম্মের প্রচার করিয়া নামেতে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যোগেতে 'ধর্ম্ম চক্র' গড়িতে পারেন এরূপ একজন আচার্য্যের আবশ্যক; কারণ একজন প্রচারক ও আচার্য্য সকলের সহিত সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং সর্ব্ব ধর্ম্মের একতা সিদ্ধ যোগে রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন-এরূপ লোক না হইলে মন্ডলীর পরিচালনা কে করিবে? অতএব, এই বিশেষ ব্যক্তিকে লইয়া আজ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। দয়াময় নামেতে 'আচার্য্য দেব' এই লোকটিকে 'নেতা' বলিয়া কার্য্য দিলেন। ইহার কার্য্যই আজ সাধনেতে আসিল। মিশনের কার্য্য এই জন্য প্রতি শনিবার সর্ব্ব ধর্ম্মানুসারে প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বতোভাবে কর্মচারীদিগকে নিয়া চলিতে থাকে। সুতরাং যেমন দয়াময় নামেতে রবিবার সাব্যস্থ অশেষ উপকার হয়, তেমন শনিবার নিয়া কার্য্য লাভ করিতে পারিলেও সাধনের বিশুদ্ধ অধিকার আসিয়া থাকে। শনিবার সম্বন্ধে একটি কথা এই যে, মিশনের কার্যকারীরা এই দিনে অবসর ভোগ করিবে। ৩৬ হাজার আদর্শ নিয়া অদ্যাবধি শনিবার সিদ্ধযোগে কার্য্য পাইল। অতএব যারা মিশনের মেম্বার এবং কর্মচারী, এমন কি যারা মঙ্গলকামী লোক তারাও শনিবার দিবসের কার্য্য নিয়া শান্তভাবে অবস্থান করিবে। এইজন্য যারা নামের লোক তারা প্রতি শনিবারে সন্ধ্যার সময় সংকীর্ত্তন অন্ততঃ একটি হইলেও করিবে। এই উপদেশ 'সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী' নামক মহাগ্রন্থে আছে। সুতরাং শনিবার যাতে সাধন ভজন দ্বারা অতিবাহিত করিতে পারা যায়, তাহাই মন্ডলীর মধ্যে ভক্তগণের বিশেষ লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।

৪০। বাংলাদেশে অবস্থিত মিশন প্রধান কার্যালয় ও আশ্রমসমূহের ঠিকানা, প্রতিষ্ঠার সন ও বার্ষিক উৎসবের তারিখসহ নামের তালিকা।

প্রধান কার্যালয়

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন, প্রধান কার্যালয়: ভোলাচং, ডাকঘর: ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

স্থাপিত: ১৩২৬ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ৫ পৌষ

মিশন অন্তর্গত আশ্রম সমূহের নাম, ঠিকানা ও বার্ষিক উৎসবের তারিখ:

বৈশাখ মাস

১। আনন্দ মহা মহাকালী দয়াময় আশ্রম, গাঙ্গিনার পাড়, ময়মনসিংহ।
স্থাপিত: ১৪০৩ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ৭ বৈশাখ

২। বেগমাবাদ শ্রীশ্রীমৎ লব চন্দ্র দয়াময় আশ্রম, পোঃ চরবাখর, দেবীদ্বার, কুমিল্লা। স্থাপিত: ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২১ বৈশাখ

৩। বহরিয়া সর্ব্ব সমাজ আশ্রম, পোঃ বহরিয়া, চাঁদপুর।
স্থাপিত: ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২৫ বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ মাস

১। লব চন্দ্র মনোরমা আশ্রম, ছাতিয়ান তলা, আগানগর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।
স্থাপিত: ১৩৯২ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ৫ জ্যৈষ্ঠ

২। আউটপাড়া নারায়ণ আশ্রম, পো: আউটারগাতী, উপজেলা : নান্দাইল, জেলা : ময়মনসিংহ। স্থাপিত: ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ৭ জ্যৈষ্ঠ

৩। নরসিংদী ভাগবত আশ্রম, সদর রোড, নরসিংদী, পোঃ কোড-১৬০০।
স্থাপিত: ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ১৪ জ্যৈষ্ঠ

৪। দেওয়ান নগর আনন্দ জয়দূর্গা আশ্রম, পূর্বশাহাপুর, বরুড়া, কুমিল্লা।
স্থাপিত: ১৪০২ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২৫ জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ় মাস

১। জয়দূর্গা আশ্রম, রামচন্দ্রপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা
স্থাপিত: ১৪০৪ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ০১ আষাঢ়

শ্রাবণ মাস

১। লবচন্দ্র মনোরমা আশ্রম, গ্রাম+পোঃ সাচনা, জেলা: সুনামগঞ্জ।
স্থাপিত: ১৪০২ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ০৩ শ্রাবণ

ভাদ্র মাস

১। রামকৃষ্ণপুর গণপতি আশ্রম, রামকৃষ্ণপুর, হোমনা, কুমিল্লা।
স্থাপিত: ১৩২৩ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২৫ ভাদ্র

আশ্বিন মাস

১। খাগাতোয়া আনন্দ মহা মহাকালী আশ্রম, রতনপুর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। স্থাপিত: ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ৭ আশ্বিন

২। কমলাপুর আশোক আশ্রম, পোঃ শরৎনগর, কোতোয়ালী, কুমিল্লা।
স্থাপিত: ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২৫ আশ্বিন

কার্ত্তিক মাস

১। বরকামতা আনন্দ আশ্রম, পোঃ চান্দিনা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।
স্থাপিত: ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ০৩ কার্ত্তিক

অগ্রহায়ণ মাস

১। কাঁঠালিয়া মনোমোহন আশ্রম, পোঃ ইব্রাহিমপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
স্থাপিত: ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ১৩ অগ্রহায়ণ

২। শিব দুর্গা দয়াময় আশ্রম, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা।
স্থাপিত: ১৪১১ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২১ অগ্রহায়ণ

৩। লব চন্দ্র আশ্রম, নতুন পালপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।
স্থাপিত: ১৪০১ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২৩ অগ্রহায়ণ

পৌষ মাস

১। আনন্দ জয়দূর্গা আশ্রম (ব্রহ্ম মন্দির), বাদুরতলা, কুমিল্লা-৩৫০০।
স্থাপিত: ১৪০৯ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২৫ পৌষ

মাঘ মাস

১। শ্রীশ্রী মা মনোরমা আশ্রম, নাগড়া, নেত্রকোণা।
স্থাপিত: ১৪০৪ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ৭ মাঘ

২। মা মনোরমা আশ্রম, গ্রাম: ফচিকা, পোঃ মদন, জেলা: নেত্রকোণা।
স্থাপিত: ১৪০০ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ১৫ মাঘ

৩। মকিমপুর শ্রীশ্রীমৎ লব চন্দ্র দয়াময় আশ্রম, পোঃ মকিমপুর, কুমিল্লা।
স্থাপিত: ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২১ মাঘ

৪। নন্দলালপুর শশী আশ্রম, গ্রাম+পোঃ নন্দলালপুর, মতলব, চাঁদপুর।
স্থাপিত: ১৪১২ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২৮ মাঘ

ফাল্গুন মাস

১। জলম ভারতী আশ্রম, পোঃ জলম, বরুড়া, কুমিল্লা।
স্থাপিত: ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ০৭ ফাল্গুন

২। সাউদপাড়া আনন্দ জয়দূর্গা আশ্রম, পোঃ হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী।
স্থাপিত: ১৪০৩ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ৭ ফাল্গুন

৩। মেন্দিপুর জয়দূর্গা আশ্রম, পো: ত্রিমোহিনী বাজার, খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা।
স্থাপিত: ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ১৭ ফাল্গুন

৪। মহিচাইল লবচন্দ্র আশ্রম, পো: মহিচাইল, কুমিল্লা।
স্থাপিত: ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: দোল পূর্ণিমা

৪১। ভারতে অবস্থিত মিশন প্রধান কার্যালয় ও আশ্রম সমূহের ঠিকানা, প্রতিষ্ঠার সন ও বার্ষিক উৎসবের তারিখসহ নামের তালিকা।

প্রধান কার্যালয়

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন, প্রধান কার্যালয়: সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন কলোনী, অরুন্ধতীনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা।

স্থাপিত: ১৩২৬ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ৫ পৌষ

মিশন অন্তর্গত আশ্রম সমূহের নাম, ঠিকানা ও বার্ষিক উৎসবের তারিখ:

শ্রাবণ মাস

১। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন– নিমতা কেন্দ্র, নারায়ণ পল্লী, পোঃ নিমতা, ২৪ পরগনা, পশ্চিম বাংলা।
স্থাপিত: ১৩৮২ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২৯ শ্রাবণ।

আশ্বিন মাস

১। উদয়পুর সাতারিয়া দয়াময় আশ্রম, সাতারিয়া, পোঃ রাধাকিশোরপুর
স্থাপিত: ১৪০২ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ৫ আশ্বিন।

২। লব-আনন্দ দয়াময় আশ্রম, পোঃ বেথুয়া ডহরী, কৃষ্ণনগর, পশ্চিম বাংলা।
স্থাপিত: ১৪১৮ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২৩ আশ্বিন।

কার্ত্তিক মাস

১। মেলাঘর দয়াময় আশ্রম, পোঃ মেলাঘর, সোনামুড়া, জিলা : সিপাহীজলা, ত্রিপুরা।
স্থাপিত: ১৪১৪ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ১৭ কার্তিক।

অগ্রহায়ণ মাস

১। দয়াময় আশ্রম, মিলন সংঘ, উ: বাধারঘাট, অরুন্ধুতীনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, ভারত।
স্থাপিত: ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ০৮ অগ্রহায়ণ।

২। মরাণহাট দয়াময় আশ্রম, পোঃ মরাণহাট, ডিব্রুগড়, আসাম।
স্থাপিত: ১৪১৭ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২১ অগ্রহায়ণ।

পৌষ মাস

১। মহাকালী আশ্রম, শান্তিনগর, পোঃ তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, ত্রিপুরা।
স্থাপিত: ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ৮ পৌষ।

২। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন–কলকাতা কেন্দ্র, ২০/আই, দত্তাবাদ রোড, সল্টলেক, বিধাননগর, কলিকাতা-৬৪, জিলা- ২৪ পরগনা।
স্থাপিত: ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ১৮ পৌষ।

৩। পাথালিয়া ঘাট বিশ্রামগঞ্জ দয়াময় আশ্রম, পোঃ বিশ্রামগঞ্জ, জিলা : সিপাহীজলা, ত্রিপুরা।
স্থাপিত: ১৪০০ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২২ পৌষ।

মাঘ মাস

১। সাতডুবিয়া শ্রীশ্রী মা মনোরমা আশ্রম, ছেচুরিয়া, সাতডুবিয়া, পশ্চিম ত্রিপুরা, ত্রিপুরা, ভারত।
স্থাপিত: বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ০৫ মাঘ।

২। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন কেন্দ্র, কঠিয়াতলী, জিলা : নওগাঁও, আসাম।
স্থাপিত: ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ১০ মাঘ।

৩। ডবকা দয়াময় আশ্রম, পোঃ ডবকা, নওগাঁও, আসাম।
স্থাপিত: ১৪১০ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ১৩ মাঘ।

৪। মোহরছড়া কমলনগর দয়াময় আশ্রম, পোঃ মোহরছড়া, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, ত্রিপুরা।
স্থাপিত: ১৩৯০ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ১৫ মাঘ।

৫। মোড়লডাঙ্গা মহাশক্তি জয় দয়াময় আশ্রম, মোড়লডাঙ্গা, নদীয়া, পশ্চিম বাংলা।
স্থাপিত: ১৪০৩ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২৮ মাঘ।

ফাল্গুন মাস

১। চন্দ্রনগর মনোরমা আশ্রম, ১নং চন্দ্রনগর, বিশালগড়, জিলা : সিপাহীজলা, ত্রিপুরা।
স্থাপিত: ১৪০১ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ৬ ফাল্গুন।

২। কুলিয়া দয়াময় আশ্রম, পোঃ কুলিয়া, শান্তিপুর, নদীয়া, পশ্চিম বাংলা।
স্থাপিত: ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ১৭ ফাল্গুন।

৩। সর্ব্ব সমাজ আশ্রম, বরপাথার, পোঃ বরপাথার, জিলা : গোলাঘাট আসাম।
স্থাপিত: ১৩৭২ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ২১ ফাল্গুন।

৪২। বাংলাদেশে অবস্থিত সংঘ সমূহের নাম, ঠিকানা, প্রতিষ্ঠার সন ও বার্ষিক উৎসবের তারিখ:

বৈশাখ মাস

১। থানারকান্দি গণপতি দয়াময় সংঘ, থানারকান্দি, কৃষ্ণনগর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
স্থাপিত : ১৪০৭ বঙ্গাব্দ বার্ষিক উৎসব ঃ ৫ বৈশাখ।

জ্যৈষ্ঠ মাস

১। আনন্দ মহাকালী দয়াময় সংঘ, গ্রাম+পোঃ উজানচর, বাঞ্ছারামপুর, কুমিল্লা।
স্থাপিত: ১৪০৪ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব: ০১ জ্যৈষ্ঠ।

২। শ্রীশ্রীমৎ লব চন্দ্র দয়াময় সংঘ, গ্রাম : যাত্রাপুর, থানা: মুরাদনগর, জেলা : কুমিল্লা।
স্থাপিত : ১৪০২ বঙ্গাব্দ বার্ষিক উৎসব ঃ ৫ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রাবণ মাস

১। আনন্দ জয়দুর্গা দয়াময় সংঘ, ইসলামপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ।
স্থাপিত : ১৪০৬ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব ঃ ১১ শ্রাবণ।

ভাদ্র মাস

১। মা মনোরমা দয়াময় সংঘ, ৩২ নয়া সড়ক, সিলেট।
স্থাপিত : ১৪২৩ বঙ্গাব্দ বার্ষিক উৎসব ঃ ৯ ভাদ্র।

কার্ত্তিক মাস

১। তাড়াইল শ্রী পাদপদ্ম দয়াময় সংঘ। সাচাইল, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।
স্থাপিত : ১৪০৮ বঙ্গাব্দ বার্ষিক উৎসব ঃ ৭ কার্ত্তিক।

২। পয়ালগচ্ছ দয়াময় সংঘ। পয়ালগচ্ছ, বরুড়া, কুমিল্লা।
স্থাপিত : ১৪১৫ বঙ্গাব্দ বার্ষিক উৎসব ঃ ৭ কার্ত্তিক।

পৌষ মাস

১। শ্রীশ্রী মা মনোরমা দয়াময় সংঘ। জয়নগর, বরুড়া, কুমিল্লা।
স্থাপিত : ১৪১৫ বঙ্গাব্দ বার্ষিক উৎসব ঃ ১০ পৌষ।

মাঘ মাস

১। আনন্দ মহাকালী সংঘ। রেলকলোনী, দক্ষিণ শাহজাহানপুর, ঢাকা।
স্থাপিত : ১৪০২ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব ঃ মাঘ মাসের প্রথম শুক্রবার।

২। নিলখী জয়দুর্গা সংঘ। নিলখী, বাঞ্ছারামপুর,।
স্থাপিত : ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ। বার্ষিক উৎসব ঃ ০২ মাঘ।

ফাল্গুন মাস

১। কালী কল্পতরু দয়াময় সংঘ। বৈঠাখালী, মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ।
স্থাপিত : ১৪০৯ বঙ্গাব্দ বার্ষিক উৎসব ঃ ০২ ফাল্গুন।

২। হাজীপুর আনন্দ মহাকালী দয়াময় সংঘ। হাজীপুর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
স্থাপিত : ১৪২৭ বঙ্গাব্দ বার্ষিক উৎসব ঃ ১১ ফাল্গুন।

চৈত্র মাস

১। বৌয়াকুড় মহাকালী দয়াময় সংঘ। বৌয়াকুড়, নরসিংদী।
স্থাপিত : ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ বার্ষিক উৎসব ঃ ৫ চৈত্র।

৪৩। শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ স্বামী মহারাজের কতিপয় উপদেশ

১। দয়াময়ের নাম দিয়া মানুষের খেদ নিবারণ করা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য। পরের দুঃখ মোচন করার নিমিত্ত উপযুক্ততা লাভ করা আমাদের প্রয়োজন।

২। স্থিরভাব হৃদয়ে রক্ষা করা এবং লক্ষ্যের দিকে সতত গমনোন্মুখ থাকা আমাদের প্রয়োজন।

৩। নানা প্রকার ভাবের একত্র মিলনের নাম শঙ্কর যোগ। এই শঙ্কর যোগ ব্যতীত সাধন সিদ্ধ হইতে পারেনা। জগতের মধ্যে যত প্রকারের ভাব আছে–ইহার একটি বাকী থাকিলেও শঙ্কর যোগের শেষ হইতে পারেনা। গৃহাভ্যন্তর দৃষ্টি কর, শঙ্কর যোগ লাভ হইবে।

৪। মান, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি সাধারণ ভাবের ব্যাপার ছেড়ে দাও। দয়াময়কে বিশেষভাবে গ্রহণ কর।

৫। রোগ-শোক মঙ্গলের কার্য্য করিতেছে, অকৈতবে ইহা মনে রাখিবে, এই আমাদের প্রয়োজন।

৬। দয়াময় নাম জপ করিলে মানুষ পূর্ণ প্রেম লাভ করিবে। এই নাম নিলে আর অন্য কিছুর প্রয়োজন থাকে না। জগৎ বলিবে দয়াময়, এই নামেই একতা, এই নামেই শান্তি, এই নামেই পরিত্রাণ লাভ করিবে।

৭। দয়াময় নাম হৃদয়ে রাখ, আর অশুভ নাই।

৮। অশান্তি শান্তির রাজ্য আনয়ন করে।

৯। দয়াময় নামে এখন অবধি যাহারা দীক্ষার ভাব পাইবে, তাহারা কোন প্রকারেই আর যন্ত্রণা ভোগ করিবে না।

১০। সাধনের ফল কি? উত্তর : আনন্দ ব্রহ্ম।

১১। ব্রহ্ম মন্দির জগতের নাভিস্থল। এইস্থানে তোমাদের দয়াময় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখানেই তাঁহার সিংহাসন, আচার্য্য তাঁহার হৃদয় মন লাভ করিয়াছেন।

১২। মনে মুখে এক করিয়া দয়াময়কে স্মরণ করিতে হইবে।

১৩। তোমরা যদি দয়াময়কে চাও তবে আপন গৃহে শান্তি লাভের উপায় কর।

১৪। সময়ে সময়ে গুরুর কার্য কর্ম দেখিয়া মনে যে প্রতিবাদের ভাব আইসে, তাহা সাধন পথের কণ্টক।

১৫। ধর্ম সাধনাই জীবনের একমাত্র সারধর্ম। পরোপকার, জগতের হিতকার্য করাই ধর্ম। এক আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও আত্মা ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই, এই কথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম কর ও জগতের সেবাতে নিযুক্ত হও, তবেই প্রকৃত ধর্ম লাভ হইবে।

১৬। জগতের কোন ধর্মকেই অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।

১৭। সর্ব্ব ধর্ম্মের সামঞ্জস্য যেখানে, সেখানেই প্রকৃত ধর্ম্ম। এজন্য ঈশ্বর হইতে সর্ব্বতত্ত্বলাভ করিয়া, যে ব্যক্তি সকলধর্ম্মের ঐক্যে যোগ দিয়া লোকদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের পথ প্রদর্শন করিতে সক্ষম তাঁহাকেই গুরু বলা যাইতে পারে।

১৮। একাকী সাধনের ইচ্ছা অর্ধযোগমাত্র। দুইজনে (স্বামী স্ত্রী) পূর্ণযোগ।

১৯। রোগাদির প্রতিকারের জন্য ঔষধাদির প্রয়োজন নাই।

২০। সকল নামের যোগ একটি নামেতে আছে। সেই নাম "দয়াময়"।

২১। গৃহধর্ম ছাড়িয়া স্বর্গলাভ অসম্ভব।

২২। সকলে যোগেতে ধর্ম্ম সাধন করুক, একের সঙ্গে অন্যের সদ্ভাব বৃদ্ধি হউক এবং রাত্রি-দিবা ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন থাকিয়া নীতি মন সিদ্ধ হউক এজন্য প্রাতে উঠিয়া বলিবে–
"সর্ব্ব ধর্ম্ম সিদ্ধ কর জয় দয়াময়।"

২৩। রোগ-শোকের যন্ত্রণায় যখন বিরক্তি আসে ও অশান্তি আসে এই বিরুক্তি ও অশান্তি দূর হওয়ার জন্য শোয়ার পূর্বে এই প্রার্থনা করিবে–

২৪। "তোমার বিরুক্তি ও অশান্তি তুমি গ্রহন কর জয় দয়াময়।"
"আমি তোমার তুমি আমার হৃদয়ে দয়াময়" প্রত্যহ ৩ বার ধ্যান করিবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মলিনতা থাকিতে পারে না।

২৫। রোজ একবার দয়াময়কে হৃদয়ে চিন্তা করিবে।

২৬। রাত্রে দ্বিপ্রহরে জাগরিত হইলে– স্ত্রী-পুরুষ একবার ধ্যান করিবে।

২৭। রাত্রি শেষ ভাগে জাগরিত হইলে–
"হরি দয়াময় নাম দয়াময় নামের মধ্যে মিশিল দয়াময় হৃদয়ে" ধ্যান করিবে।

২৮। মন খটি হওয়ার জন্য– "শিব শিব হরি দয়াময়" নাম প্রাতে ১০ বার জপ করিবে।

৪৪। শ্রীশ্রীমৎ লব চন্দ্র পাল গুরু মহারাজের কতিপয় উপদেশ (মিশন সাধন)

১। সাধন সম্পর্কে শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ মহারাজের মধ্যেই জীবনের কার্য্যে সফলতা আবশ্যক এবং এই মহাপুরুষের যোগ না পাইলে কখনও জীবন্মুক্তির আশা পূর্ণ হইতে পারে না। অতএব জানিবে সর্বোপরি শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ মহারাজের দয়াই সকলের সাধন সিদ্ধির একমাত্র উপায় হইবে। জগতবাসীর মুক্তির রাস্তা যিনি করিতে পারিয়াছেন। তাহাকেই আমরা সাধনের পরিপূর্ণ আদর্শ মনে রাখিয়া কার্য্য করিব। ইহাতেই শান্তি আসিবে সকল আশা পূর্ণ হইবে।

২। যে ধর্ম্ম মন্ডলীর কার্য্য উদ্ধার কল্পে মিশন গড়িয়া উঠিতেছে সেই মন্ডলীর মূলে একজন মহাপুরুষ আছেন। তিনি এই মিশনের প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্থ করিয়াছেন। এইজন্য ইহা কোন দিন নষ্ট হইতে পারে না।

৩। দুটি ব্যাপার এখন আজ হইতে দৃষ্টি গোচর হইবে। একজন মহাকালী নামে আদর্শ প্রতিষ্ঠার্থে কাজ করিবেন এবং আর একজন শ্রীমৎ আনন্দ স্বামী মহারাজের আদর্শ নিয়ে কাজ করিবেন। উভয়ের কার্য্যই এখন আদর্শ হইয়া মিশনের জন্য নামের লোকদিগকে একত্র করিবে। অর্থাৎ আজ হইতেই ইহ-পরলোক একত্র হইয়া জীবন্মুক্তির কার্য্য করিবে। অদ্যাবধি দয়াময় কার্য্য করিবার নিমিত্তে জগতের মহাপুরুষ সকলেই সাধনে ব্রতী হইবেন। সুতরাং সদয় নিদয় উভয় ভাবে জগতের মধ্যে শান্তির সুসমাচার দয়াময় প্রকাশ করিলেন।

৪। মিশনের বাহিরে আর কেহ তিষ্টিতে পারিবেনা। দুদিন আগ-পর সকলেই মিশনের সহিত সম্বদ্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইবে।

৫। জগতের মঙ্গলার্থে কার্য্য করিতে না পারিলে কোন জাতিই উন্নতি করিতে পারিবেনা। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা। সুতরাং যত অশান্তির কার্য্য আবশ্যক ছিল তাহা শেষ হইয়া যাইতেছে।

৬। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন চিরকালের জন্যই সিদ্ধ যোগে আবির্ভূত হইল। কেহই আর মিশন ভুক্ত না হইয়া থাকিতে পারিলনা, কেহই আর জনসাধারণের কার্য্যে জীবন উৎস্বর্গ না করিয়া থাকিতে পারিলনা। কেবল সাধনাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইয়া গেল।

৭। জগতে জীবন মুক্তির কার্য্য উদ্ধারার্থে মিশন আবির্ভূত হইয়াছে। মিশনের কার্য্যে অবহেলা করিলে জগতের প্রতি অবহেলা করা হয়। এবং জগতের কর্ত্তা একমাত্র দয়াময়ের প্রতি অন্যায় করা হইয়া থাকে।

৮। অদ্যাবধি ৩৬ হাজার নামের কার্য্য মিশনের সকল ব্যাপারেই সকল প্রকারে পরিষ্কার রকমে চিরকালের নিমিত্ত স্থিরীভূত হইয়াছে। জগত করতলে আসিতে পারে ইহার প্রতিকার পাওয়া গিয়াছে।

৯। দয়াময়ের প্রতিষ্ঠাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে স্বাভাবিকভাবে জগতের অভাব অভিযোগ আসিবেই আসিবে এবং শেষ যোগে সমুদয় যন্ত্রনার অবসান হইবে। অতএব মিশনের উপায় নামেতে স্থায়ীভাবে হইলেই আমাদের আর কষ্টের কারণ থাকিবে না।

১০। মিশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল সকলে মিলিত হইয়া এরূপ একটি সংঘ স্থাপন করা যে সংঘের মধ্য সকল জাতি স্থান পাইবে এবং দয়াময়ের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে করিতে জীবনমুক্তির আশা পূর্ণ করিতে পারিবে।

১১। জগতের মধ্যে কোন বিষয় মিশনের বাহিরে থাকিতে পারিল না।

১২। দয়াময় নামেতে একটি উপায় আসিল। যারা অন্বেষণ করিবে, কথামত কার্য্য করিবে, মিশনের ব্যবস্থা মান্য করিবে; তারা উপায় প্রাপ্ত হইবে।

১৩। মিশনকে দয়াময় লীলার পূর্ণ অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে।

১৪। মিশনকে জগতের জীবন বলা হয়।

১৫। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন দয়াময় নামের বাহন।

১৬। নির্দোষ জীবন হাসিল হইলে মিশনের অভাব শেষ হইতে পারে।

১৭। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের কার্য্য এই যে ইহা প্রত্যেকের জীবনে সাধন পথ সুন্দর ও সহজ করিয়া তুলিবে। সাধন পথের কন্টক দূর করিয়া শান্তি আনয়ন করিবে।

১৮। যে ধর্ম্মের কার্য্য করিবার নিমিত্তে সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের উৎপত্তি হইয়াছে সে ধর্ম্ম নিয়াই পৃথিবীতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সকলেই এক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জীবনাশা সফল করিবে।

১৯। চিরদিনের জন্য মিশনেতে আয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

২০। ছত্রিশ হাজার আদর্শের মধ্যেই উপাসনার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। ধর্ম্মের হিসাবেও মিশনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

২১। জীবনের মধ্যে একবার অন্ততঃ দিবা-রাত্রির মধ্যে সস্ত্রীক সাধনের নিয়ম পালিবে। মনের প্রতিষ্ঠাই জীবনের প্রতিষ্ঠা। জয়দূর্গা দেবীতে মিশনের নির্ভরসা সিদ্ধির কার্য্যেতে সিদ্ধযোগ হইয়াছে।

২২। কেবল গৃহিনীকে সঙ্গিনী করিতে পারিলেই কার্য্যের সুসার হইয়াছে দেখিবে।

২৩। সর্ব্ব দেবতার যোগে সিদ্ধ আসিয়াছে। অতএব স্ত্রী পুরুষ এক যোগে মিশনের প্রতিষ্ঠার্থে যত্ন করিবে। অরি দমনের যোগেতেই আমাদের সিদ্ধি প্রয়োজন।

২৪। ভাল মন্দ হিসাব ছাড়িয়া দিয়া স্বামী স্ত্রী মিলিতভাবে ঈশ্বরের চিন্তা সাধন করিতে পারিলেই সব হাসিল হইবে।

২৫। সকল কার্য্যই ঈশ্বর সেবা ইহাই সিদ্ধ যোগ।

২৬। জীবিকার জন্য এবং সাধনের জন্য স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া কাজ করিবে।

২৭। একটি স্ত্রী লোক ও একটি পুরুষের মধ্যে জগতের সমুদয় অধিকার রহিয়াছে। ইহাদের মাধ্যমেই মিশনের ষোল আনা যোগ রহিয়াছে।

২৮। সিদ্ধ ব্যক্তিদের শক্তিতেই মিশনের অভাবের শোধন হইবে।

২৯। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন মুক্তির সাধন উপস্থিত করিবে তারপর দয়াময় সাধন পূর্ণ করিবে।

৩০। মহাকালী এবং দয়াময় ইহারাই মিশনের প্রকৃত আদর্শ। এই পথে ত্রিভুবন আসিয়া মিলিবে। এই উভয়ের মধ্যে ৩৬ হাজার আদর্শ রহিয়াছে।

৩১। মিশনের কার্য্য দয়াময়ের কার্য্য ইহা এক ভিন্ন দুই নহে।

৩২। যে নামে কার্য্য করিতে শ্রীমৎ স্বামিজী আসিয়াছিলেন। সেই নামের প্রতিষ্ঠার জন্যই মিশন হইয়াছে।

৩৩। দয়াময়ের কার্য্য মিশনের মধ্যে আবিভূর্ত হইয়াছে। মিশনের ভিতর দিয়াই দয়াময়ের নামের কার্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৩৪। মিশনের সহিত জীবন সংযোগ কর। সকল প্রতিকার করতলে আসিবে। ইহার জন্য যতই স্বার্থ ত্যাগ করিবে ততই সাধনের উন্নতির অবস্থা আসিবে।

৩৫। যে ব্যক্তি মিশনে সভ্য হইবে তাহার মধ্যে সর্ব্ব যোগ উপস্থিত হইবে। তাহার কার্য্যে সিদ্ধি যোগ স্থাপিত হইবে। সুতরাং মিশন ফান্ডের মধ্যেই সকলে সাধন প্রাপ্ত হইবে।

৩৬। মিশনের চিন্তা যাহার মধ্যে আবিভূত হইয়াছে তাহাতেই জগদ্বাসীর হিতার্থে সাধন উপস্থিত হইয়াছে।

৩৭। শ্রী শ্রী আনন্দ মহারাজের নির্দেশ অনুসারেই সর্ব্ব ধর্ম্ম উদ্ধার হইয়াছে।

৩৮। জীবনমুক্তির আসরে এখন সকলেই নামিতে বাধ্য হইল। ইহ-পরলোকের এমন কেহ নাই যে মিশনের সাথে সংযোগ সাধনে ব্রতী না হইয়া তিষ্ঠিতে পারে।

৩৯। একজন ত্রিদিব বিজয়ী পুরুষের কার্য্য আসিল। তিনি ইহলোকে যেমন পরলোকে তেমন প্রত্যেকের সাধন পূর্ণ হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যোগ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়া সকলের উপায় করিল।

৪০। যে ব্যক্তির প্রতি মিশনের কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে সেই ব্যক্তির নামেই মিশন চিরকাল কার্য্য করিবে। ইহার মধ্যেই বিত্ত অর্থ নিয়া সাধন পূর্ণ হইবে। মিশন সাধন এই ব্যক্তি ভিন্ন কেহ করিবে না।

৪১। শ্রী আনন্দের কার্য্য মিশনের কার্য্য।

৪২। দয়াময় আজ মিশনের সাথে মিশিলেন।

৪৩। আজ মানব ও দেবতা সকলেই মিশনের কার্য্যভার লইয়া হাজির হইয়াছে। নিদয় সদয় উভয় প্রকারেই মিশনের সাধনায় বিশুদ্ধ রাজপথ বাহির হইল।

৪৪। মিশনের সমস্ত কার্য্যের ভার দয়াময় গ্রহন করিয়াছে।

৪৫। সত্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে মিশন জগতের ভার লইয়াছে।

৪৬। সর্ব্ব নামের সেবা, জগতের সেবা এবং মিশনের সেবা এক জানিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

৪৭। জীবন্মুক্তির প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিতেই মিশন হইয়াছে। মিশনের কার্য্য না করিয়া এবং ইহার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ইহার সেবা না করিয়া কেহই সাধন পাইবে না।

৪৮। প্রত্যেক আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে অন্ততঃ ১ টাকা দান দিবে। সকলে একত্রে রশিদ খাটিবে এতে জাতীয়তা দূর হইবে।

৪৯। প্রতি রবিবার সাড়ে এগারটা (১১.৩০মি.) পর্য্যন্ত আড়াই সের (২.৫ কে.জি) চাউল গরীবকে দান করিবে।

৫০। আশ্রমে কোন মতানৈক্য উপস্থিত হইলে সেক্রেটারী ম্যানেজিং কমিটির সদস্য লইয়া সব মীমাংসা করিবে। ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের জন্য সবসময় দৃষ্টি রাখিবে।

৪৫। মিশন জননী শ্রীশ্রী গুরুমাতা মনোরমা দেবীর কতিপয় বাণী:-

১। ক্ষণস্থায়ী জীবনে সংগ্রাম করাই শ্রেয়।

২। মিশনের কাজই তোমার ভাবী কর্মক্ষেত্র তৈরি করিয়া দিবে।

৩। তোমার গুরু তোমাকে কখন কৃপা করিবেন, তিনি নিজেও জানেন না, তবে শান্তভাবে ধৈর্য্য ধরে, কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে।

৪। দয়াময় দয়াময় কেহ ডাকিলে, আমিই সেখানে দৌড়াইয়া যাই।

৫। জগতের সকল সম্প্রদায়ের লোক আমার, আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের।

৬। সত্য পথ ধরে চল, শ্রীগুরুর আদেশ ও নির্দেশ যা তাঁর লেখা পুস্তকগুলোতে জগৎ কল্যাণে ও মানব মুক্তির উপায় স্বরূপ দিয়া গিয়াছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে চেষ্টা করিবে।

৪২। সর্ব্ব ধর্ম্মার্থীদের করণীয়:-

সর্ব্ব ধর্ম্মের আলোকে জীবন গঠন করে "দয়াময়" নাম সাধনে রোগ শোক মৃত্যু নামক ভব যন্ত্রাণা জয় করতঃ জীবন মুক্তির পথে যাত্রী হতে একজন মিশন সভ্যের অবশ্যই করণীয় কার্য্য সমূহ :

১। সাধন ভজনের নামসহ আচার্য্য প্রদত্ত 'নাম' নিয়মিত নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত যথাসময়ে জপ করা।

২। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা আরতি ও রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রীযোগে নামজপ নিয়মিত করা।

৩। আশ্রম/সংঘের নিকটে বাসা বা বাড়ির অবস্থান হলে আশ্রম/সংঘের আরতিতে সকাল-সন্ধ্যা যোগদান করা। অন্যথায় নিজ বাসা/বাড়িতে আরতি করা।

৪। আশ্রম/সংঘে রবিবাসীয় বৈঠক, শনিবাসরীয় বৈঠক, মঙ্গলবাসরীয় বৈঠকসহ সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত উপাসনাদিতে যোগদান করা।

৫। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের যেকোন একজন ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারক/সাধক ব্যক্তিকে আচার্য্য মান্য করে সাধন ভজন করা।

৬। কোন গুরু ভাই-বোনের বাসা/বাড়িতে উপাসনার আয়োজন করলে এবং সেখানে নিমন্ত্রিত হলে বা লোক মুখে শুনা মাত্র উপাসনায় যোগদান করা ও সার্বিক সহযোগিতা করা।

৭। বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের অন্তর্গত যেকোন আশ্রমের একটি বার্ষিক উৎসবে যোগদান করে সাধন ভজন সহ অন্যান্য উৎসব কার্য্য করা। মিশনের সর্ব্বধর্ম্মোৎসবেও যোগদান করা।

৮। ১১ বৈশাখ শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ স্বামী মহারাজের জন্মোৎসব, ১৭ বৈশাখ শ্রীশ্রীমৎ লব চন্দ্র পাল গুরুমহারাজের জন্মোৎসব এবং ৪ অগ্রহায়ণ মিশন জননী শ্রীশ্রী গুরুমাতা মনোরমা দেবীর জন্মোৎসব প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পালন করা।

০৯। মিশন সভ্য হিসাবে মিশনের বার্ষিক চাঁদা নিয়মিত প্রদান করা এবং উৎসবাদিতে যথাসাধ্য দান/চাঁদা প্রদান করা।

১০। বার্ষিক উৎসব ও অন্যান্য উপাসনাদির দান, চাঁদা অনুষ্ঠান/ উৎসবাদির পূর্বেই স্বেচ্ছায় প্রদান করা।

১১। মিশনের প্রধান কার্য্যালয় থেকে/মিশনের পক্ষ থেকে যেকোন প্রচারক, সাধক, কর্মচারী অথবা সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের অন্তর্ভুক্ত কোন আশ্রম থেকে মিশন বা আশ্রমের কাজে কোন লোক আসলে তার সেবা যত্ন করা এবং তার কাজে সাহায্য করা।

১২। প্রত্যেক বেলা রান্নার পূর্বে 'দয়াময়' বলিতে বলিতে এক মুষ্ঠি চাল নির্ধারিত ভান্ডারে জমা করা।

১৩। আহারের পূর্বে 'ব্রহ্ম কৃপাহী কেবলম্' ৩বার ধ্বনি দিয়ে পরিবেশিত আহার্য নিবেদন করা।
আহার সমাপনান্তে-
জয় দয়াময়ের জয়, শান্তি! শান্তি! শান্তি!
হরি ওঁ দয়াময়

১৪। প্রতিদিন সাধ্য অনুযায়ী মিশন/আশ্রমের জন্য কোন কৌটা/বাক্সে 'দয়াময় ভান্ডার' লিখে সাধ্যমত অর্থ সঞ্চয় করা।

১৫। কোন সর্ব্বধর্ম্মার্থীর সাথে দেখা হলে 'জয় দয়াময়' বলে অভ্যর্থনা জানানো।

১৬। জাতক শুদ্ধি, অন্নপ্রাশন, গৃহ নির্মাণ, গৃহ প্রবেশ, বিবাহ, মৃত ব্যক্তির সমাধি কার্য্য, পারলৌকিক ক্রিয়া, আসন প্রতিষ্ঠা, আসন স্থানান্তর, আসন পুন:প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সর্ব্ব ধর্ম্মীয় বিধি অনুযায়ী করা।

১৭। আশ্রম/সংঘে কোন অবান্তর আলোচনা না করা।

১৮। মিশন ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসবের দিন ব্যতীত অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে শনিবাসরীয়, রবিবাসরীয় ও মঙ্গলবাসরীয় বৈঠক নিয়মিত ভাবেই অনুষ্ঠিত হইবে।

১৯। কোন সর্ব্ব ধর্ম্মার্থীর পিতা-মাতা সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের সদস্য না হইলে যদি তাদের সন্তান সেই পিতা-মাতার সর্ব্বধর্ম্মের বিধান মোতাবেক পারলৌকিক কার্য করিতে চায় তাহলে পরলোকগত পিতা-মাতাকে মিশনের সভ্য করে পারলৌকিক কার্য করিতে পারিবে।

২০। কোন সর্ব্বধর্ম্মার্থী যদি কোন কারণবশতঃ পরলোক গমনের পর সর্ব্বধর্ম্ম বিধান মোতাবেক সমাধি কার্য না করিতে পারে তাহলে তার সন্তান-সন্ততি বা আত্মীয় স্বজন পারলৌকিক কার্য করিতে পারিবে না। শুধুমাত্র জীবনমুক্তির উদ্দেশ্যে উপাসনা করিতে পারিবে।

২১। সর্ব্ব সমাজ প্রতিষ্ঠার্থে জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সতীর্থদের (সর্ব্বধর্ম্মার্থীদের) মধ্যে বিবাহ বন্ধন প্রচলন করিতে হইবে।

২২। সর্ব্বধর্ম্মের যেকোন অনুষ্ঠানে যেকোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের শুরুতে "প্রকৃত তত্ত্বের" প্রথম সূত্র "ধর্ম্মবীজ" পাঠ করাই বাঞ্ছনীয়।

২৩। সর্ব্বধর্ম্মার্থীগণ ১১ বৈশাখ আনন্দস্বামিজীর জন্মোৎসব, ১৭ বৈশাখ গুরুমহারাজের জন্মোৎসব ও ০৪ অগ্রহায়ণ মা মনোরমা দেবীর জন্মোৎসব প্রত্যেকে ঘরে ঘরে পালন করিবে এবং জন্মোৎসবের প্রণামী সকল মিশন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

২৪। মিশন অন্তর্গত প্রত্যেক আশ্রমের উৎসবে উপাসনা মন্দির ও গুরু মন্দিরের প্রণামী মিশন প্রধান কার্যালয় পাবে।

২৫। একজন সর্ব্বধর্ম্মার্থী যখন পরলোকগমন করবেন তার পরলোকগমনের খবর শুনামাত্র নিকটস্থ অন্যান্য সর্ব্বধর্ম্মার্থী গুরুভ্রাতাভগ্নীকে সেখানে উপস্থিত হয়ে সার্বিক সহযোগিতা ও সমাধিকালীন কার্যে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই কাজটা মানবজীবনে একজন সতীর্থ হিসাবে অনেক গুরুত্ব বহন করে।

২৬। মিশনের কাজে বাহির হইলে সঙ্গে "প্রকৃত তত্ত্ব" ও "যোগ প্রণালী" রাখিবে। (শ্রীগুরুর বাণী হতে সংগৃহীত)

২৭। প্রত্যেক উৎসবেই **"উৎসব কমিটি"** গঠন করিয়া লইতে হইবে। সভ্য সংখ্যা ৭ জন কিংবা ১০ জনের বেশি থাকিতে পারিবে না। উৎসব কমিটি উৎসব কার্য পরিচালনার জন্য একজন আচার্য্য নিযুক্ত করিবেন।

২৮। সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বিত কোন অনুষ্ঠানে কমপক্ষে ০৫ জন ভক্তের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়।

২৯। (কর্ম বন্টন সভায় গঠিত কমিটির নামসমূহ)

১। উৎসব কমিটি (৭জন/১০জন)
২। অভ্যর্থনা কমিটি
৩। তত্ত্বাবধায়ক কমিটি
৪। অফিস
৫। প্যাণ্ডেল
৬। সঙ্গীত
৭। মন্দির (দয়াময় মন্দির ও শ্রীগুরু মন্দির)
৮। ভোগের পাক
৯। পাকশালা
১০। ভাণ্ডার
১১। প্রসাদ বিতরণ
১২। স্বেচ্ছাসেবক
১৩। হাটবাজার
১৪। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
১৫। আলোকসজ্জা ও সাজসজ্জা
১৬। নিমন্ত্রণ
১৭। আচার্য

(কমিটির নাম অবস্থাভেদে ও সময়োপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যোগ্য)

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন অনুরাগী ও মিশন কালেক্টর চাপিতলা নিবাসী বাবু পরেশ চন্দ্র মল্লিক শ্রীমৎ লবচন্দ্র পাল গুরুমহারাজের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর গুরুদেবের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে একটি সঙ্গীত রচনা করেন। উক্ত সঙ্গীতটি ৩রা কার্তিক ১৩৯০, আনন্দাব্দ-১৫৭ তারিখে বরকামতা হতে "আনন্দ বার্তা" ১ম বর্ষ স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত সঙ্গীতটি সংরক্ষণার্থে এখানে দেওয়া হল :

বাবা, লবচন্দ্র জগতগুরু
অবতীর্ণ জগত মুক্তির কারণ।
তাই ভক্তগণ আসিছে ছুটিয়া,
তোমারি শ্রীপদে লইতে শরণ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন করেছ গঠন
শ্রী আনন্দের বাণী করিয়া স্মরণ,
ভ্রাতা ভগ্নীগণে যাবে নামের গুণে
মিশন তরীতে করে আরোহন।
জীবনমুক্তির আশা করিবে যেই জন
মিশনের আশ্রয় করিবে গ্রহন;
এই মিশন তরী শ্রীগুরু কাণ্ডারী
দিবে ভবপাড়ি লইয়ে জগতজন।
আমরা বাবা অতি অভাজন
তোমারি শ্রীপদে লইনু স্মরণ
ভক্তি ভরে পূজিতে তোমারে
রেখ মোদের মতি এই নিবেদন।

❁ সর্ব্বধর্ম্মাবতার শ্রীশ্রীমৎ আনন্দস্বামী মহারাজের পিতা দেওয়ান রামদুলাল নন্দী ছিলেন একজন কালীসাধক। তিনি বহু ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করেন। কালীভক্তগণ তাঁর মালসী গান গেয়ে পরম আনন্দ উপভোগ করেন। নিম্নে তাঁর রচিত একটি মালসী গান সংরক্ষণার্থে এখানে দেওয়া হল :

সঙ্গীত-
রাগিনী মালশ্রী

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি,
যে তোমায় যেমনি ভাবে, তাতে তুমি হও মা রাজি।
মগে ব'লে ফারা তারা, গড বলে ফিরিঙ্গি যারা,
খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি,
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি,
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষে বলে তুমি ধনেশ,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি
শ্রীরাম দুলাল বলে, বাজি নয় এ যেন ফলে,
এক ব্রহ্ম পৃথক ভেবে মন আমার হয়েছে পাঁজি।

৪৩। বিধি সংক্রান্ত মিশন পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ

❁ **(ক) ০৬ পৌষ ১৪২৭ বাংলা, আনন্দাব্দ-১৮৯, ২২ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ রোজঃ মঙ্গলবার তারিখের পরিচালনা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তসমূহ :**

উক্ত সভার ৫নং আলোচ্যসূচীর (খ) নং ধারার সিদ্ধান্ত :

নব আসন প্রতিষ্ঠা, সীমন্তোয়ন্নয়ন/সাধভক্ষন, নবগৃহ নির্ম্মাণ (ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন) প্রভৃতি সমাজ বিধির নিয়মাবলী সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মহোদয় কর্তৃক প্রণয়ন করা হইল। উক্ত নিয়মাবলী নিম্নে প্রদান করা হইল :

০১) নব আসন প্রতিষ্ঠা : নিম্ন নামজপ করিয়া পর আসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

নামজপ : সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।

২০০ জপ (প্রত্যেকে)

নমষ্কার : সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন দয়াময়।

(সাধ্যানুযায়ী প্রণামী দিবে)

০২) সীমন্তোন্নয়ন/সাধভক্ষণ :

(ক) অন্নব্যঞ্জন ও ফল-মিষ্টি ইত্যাদি দিয়া ভোগ সাজাইয়া নিম্ন নাম জপ করিবে।

নামজপ : কালী কল্পতরু শ্রীগুরু দয়াময় তুমি।

স্বামী : ১১০০ জপ।

স্ত্রী : ১১০০ জপ।

নমষ্কার : চৈতন্য হরি শ্রীগুরু দয়াময়।

(খ) জয়ধ্বনি।

(সাধ্যানুযায়ী প্রণামী দিতে হইবে)

৩। নবগৃহ নির্ম্মাণ/ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন :

নামজপ : সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয়দয়াময়।

৫০০ জপ (প্রত্যেকে)

নমষ্কার : শ্রীগুরু দয়াময়।

(উপস্থিত সকলে সাধ্যানুযায়ী প্রণামী দিবে)

❁ ***(খ) উক্ত সভার বিবিধ অংশের (ক) নং ধারার সিদ্ধান্ত :***

(ক) বিবাহ বিধি সম্পর্কে আলোচনা : শ্রী শ্রী কর্ত্তামহারাজ স্বয়ং আচার্য্য হইয়া যে বিবাহটি (বাবু খগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্তা শৈলজা সুন্দরীর বিবাহ) সম্পন্ন করেছিলেন এবং উক্ত বিবাহ যে নিয়ম প্রণালীতে সম্পন্ন হয়েছিল সেই বিবাহ বিধি অনুসারে এখন থেকে সর্ব্বধর্ম্মানুসারে সকলের বিবাহ অনুষ্ঠান কার্য সম্পন্ন হইবে এই মর্মে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

❁ ***(গ) ২৯ ভাদ্র ১৪২৪ বাংলা, আনন্দাব্দ-১৮৬, ১৫/৯/২০১৭ খ্রি. রোজঃ শুক্রবার তারিখের পরিচালনা পরিষদের সভার ৭নং আলোচ্যসূচীর (গ) নং ধারার সিদ্ধান্ত :***

(গ) সংঘের বার্ষিক উৎসব যাহাতে সারাদিন ব্যাপী উদযাপিত হয় (সাধন ভজন, নামজপ করা যায়) সেজন্য মাননীয় প্রেসিডেন্ট ব্রহ্মনাম সঙ্গীত হইতে রাত্র ১০ ঘটিকা পর্যন্ত সারাদিনের একটি অনুষ্ঠান মালা তৈরী করার সিদ্ধান্ত সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং

মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য অত্র সভার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। নিম্নে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক তৈরীকৃত সংঘের বার্ষিক উৎসবের নিয়মাবলী দেওয়া হল :

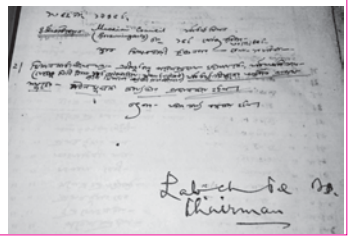
সংঘের বার্ষিক উৎসবের নিয়মাবলী

১। প্রাতে : আরতি ও মহাকালীর সংকীর্ত্তন।
২। সকাল ৮.০০ ঘটিকা হইতে ১০.০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন নামজপ ।
নামজপ : করুণা সাগর হরি দয়াময় তুমি।
২০,০০০ (বিশ হাজার) জপ উপস্থিত সকলে।
নমষ্কার : অনন্ত সিদ্ধি শ্রীগুরু দয়াময় তুমি।
নামজপের পর :
ক) প্রকৃত তত্ত্ব পাঠ ও আলোচনা।
খ) সর্ব্ব ধর্ম্ম সঙ্গীত । (আচার্য্যের নির্দেশ অনুসারে ৩টি)
৩। ভোগের রান্না যাহারা করিবেন তাহারা প্রত্যেকেই নিম্নলিখিত নামজপ করিবে।
নামজপ : সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
৫০০ জপ প্রত্যেকে।
নমষ্কার : শ্রীগুরু দয়াময়।
৪। দুপুর ১২.০০ ঘটিকা হইতে ১.০০ ঘটিকার মধ্যে
(ক) বিগত বৎসরের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
(খ) আয় ও ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন। ও (গ) ধর্মালোচনা।
৫। দ্বি-প্রহরে : (১০.০০ ঘটিকা হইতে ৪.০০ ঘটিকার মধ্যে ভোগানুষ্ঠান)

নামজপ : সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়।
৫০০ জপ প্রত্যেকে।
নমষ্কার : শ্রীগুরু দয়াময়।
নামজপের পর :
ক) প্রকৃত তত্ত্ব অথবা অন্য যেকোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা।
খ) ৩/৪টি সর্ব্ব ধর্ম্ম সঙ্গীত।
গ) জয়ধ্বনি।
৬। সন্ধ্যায় : আরতি ও মহাকালীর সংকীর্ত্তন।
৭। রাত ৮.০০ ঘটিকা হইতে ১০.০০ ঘটিকার মধ্যে ধর্মীয় আলোচনা ও নিম্ন নামজপ করিতে হইবে।
নামজপ : শ্রীশ্রী জয়দুর্গা আনন্দ দয়াময়।
৩০০ জপ প্রত্যেকে।
নমষ্কার : দয়াময় তুমি।
৮। জয়ধ্বনি।
৯। শুধু উৎসবের দিন সকাল ও সন্ধায় দাঁড়িয়ে আরতি করিতে হইবে।

বি:দ্র: সারারাত্র ব্যাপী ধর্মীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান।

❁ *১৩৫২ বাংলা সনে গুরুমহারাজের সভাপতিত্বে পরিচালনা পরিষদের সভায় "সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের অন্তর্গত আশ্রমসমূহ" কথাটি লিখিত আছে।*



পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬ পৌষ ১৪০১ বাংলা, আনন্দাব্দ-১৬৩, ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৪ খ্রি. রোজ : বৃহস্পতিবার পরিচালনা পরিষদের সভার ৩নং আলোচ্যসূচীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক গৃহীত সিদ্ধান্ত :

প্রত্যেক আশ্রমের বেলায়– সাইন বোর্ড, প্যাড, চাঁদার রশিদ ইত্যাদি সকল বহিতে "সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন" এর "অন্তর্গত" কথাটি অবশ্যই লিখিতে হইবে– এই মর্মে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

❁ ৭ পৌষ ১৩৩৯ বাংলা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৩২ খ্রিঃ, রোজ : বৃহস্পতিবার পরিচালনা পরিষদের (১ম অধিবেশন) ৩নং সিদ্ধান্ত : সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে মিশনের প্রেসিডেন্ট (শ্রীযুক্ত লবচন্দ্র পাল) নিম্নোক্ত নিয়ম করিয়া দেন।

ক) একজন প্রচারক ও আচার্য্য অন্য একজন প্রচারক ও আচার্য্যের নিন্দা করিতে পারিবে না, কিংবা অন্যের নিকট হেয় করিতে পারিবে না।

খ) "প্রকৃত তত্ত্ব" গ্রন্থই সর্ব্বধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ। এমনভাবে প্রচার করিবে যাহাতে মিশন গঠিত হইয়া উঠে।

সিদ্ধান্ত ০৫ :

(ক) বিনা রশিদে কখনও চাঁদা লওয়া যাইবে না।

(খ) প্রত্যেক মেম্বারকে বাৎসরিক চাঁদা ৩ টাকা দিতেই হইবে। চাঁদার অতিরিক্ত যাহা জমা থাকিবে তাহা দান জমা হইবে। চাঁদা না দিলে কেহই মেম্বার থাকিতে পারিবে না।

সিদ্ধান্ত ০৭ : কাঁঠালিয়া গ্রামে মিশন হইতে একটি পাঠশালা খুলিবার জন্য প্রেসিডেন্ট মহোদয় প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ

সানন্দে এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। শেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, সেক্রেটারী মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহোদয় কাঁঠালিয়া গ্রামে গিয়া অবস্থা পরিদর্শন করে সভায় একটি রিপোর্ট পেশ করলে পর পাঠশালা খুলিবার ব্যবস্থা করিবেন। (প্রস্তাবিত বিদ্যাপীঠের নাম : মনোমোহন পাঠশালা)

বিঃদ্রঃ" প্রকাশ থাকে যে, বিভিন্ন রেজুলেশন পর্যালোচনা করে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক আশ্রম কেন্দ্রে একটি বা দুইটি পাঠশালা খোলা হয় এবং মিশন হতে বার্ষিক অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়।

সাতমুড়া প্রসঙ্গ

❁ ৬পৌষ ১৩৪০ বাংলা, ২১ ডিসেম্বর ১৯৩৩খ্রিঃ রোজ : বৃহস্পতিবার তারিখে পরিচালনা পরিষদের ০১ নং সিদ্ধান্ত : সাতমুড়া আশ্রম বাড়িতে গত ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে মিশনের ভূতপূর্ব্ব পৃষ্ঠপোষক স্বনামধন্য স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরীর কর্মচারী জনাব নাজির বহু লোকজন নিয়া আসিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের অর্জিত আশ্রম বাড়িতে দখল চায়। ইহাতে এই মিশনের পক্ষে মামলা মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। এই ব্যাপারের সবিশেষ তদন্ত করতঃ মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদ বন্ধু দে, কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার, বাবু প্রেমানন্দ বিশ্বাস এবং রসিকমোহন আচার্য এই কয়জনকে সকল রকম ক্ষমতা দেওয়া গেল।

❁ ২১ মাঘ ১৩৪০ বাংলা, ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ খ্রিঃ, রোজ : রবিবার তারিখে পরিচালনা পরিষদের ৪নং আলোচ্যসূচীর সিদ্ধান্ত : সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, সাতমুড়া আশ্রমের কার্যের জন্য প্রেরীত ও নিযুক্ত শিলমুড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত তাহার নিজ পরিবারের কার্য্যে বাড়িতে থাকিয়া কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে

মিশনে ইস্তফা দেওয়াতে তাহার স্থলে মিশনের কার্য্যে অপর একজন কর্মচারী নিযুক্ত করা আবশ্যক বিধায়, সাতমুড়া আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত মাতা শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দত্ত মহাশয়ার এ সম্বন্ধে অভিমত জানিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করা হউক।

❁ ২৬ মাঘ ১৩৪০, ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪খ্রিঃ, রোজ : বুধবার তারিখে পরিচালনা পরিষদের ১নং আলোচ্যসূচীর (খ) নং ধারার সিদ্ধান্ত : সাতমুড়া আশ্রমের মাতা ঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দত্ত মহাশয়াই মিশনের পক্ষে পূর্ব্ববৎ আশ্রমের কার্য্য পরিচালনা করিবেন। কার্য্যের সুবিধার জন্য শ্রীকাইল নিবাসী শান্তির মা পাকাদি কার্য্য করিবেন এবং সাতমুড়া নিবাসী রজনী কান্ত নমঃশূদ্র পূর্ব্ববৎ আশ্রমের সেবকভাবে কার্য্য করিবেন।

বিঃদ্রঃ সাতমুড়া প্রসঙ্গে মিশন পরিষদের মিটিং এ আরও অনেক সিদ্ধান্ত রয়েছে যা রেজুলেশন বহি পাঠ করিলে সকলেই পাইবে।

❁ ১৩ পৌষ ১৩৪২ বাংলা, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৩৫ খ্রিঃ রোজ : রবিবার তারিখে পরিচালনা পরিষদের ৩নং আলোচ্যসূচীর সিদ্ধান্তসমূহ :

(ক) মিশনের প্রতি আশ্রমে এবং সভ্যদের নিজ নিজ গ্রামে সভ্যগণ সকলে মিলিত হইয়া প্রতি রবিবার (সঙ্গতের হিসাবে) কীর্তন, পাঠ, আলোচনা ও সাধন ভজন করিবেন।

(খ) মিশনের প্রতি আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে সভ্যগণ যোগদান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

❁ ১২ পৌষ ১৩৪৬ বাংলা, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৯খ্রিঃ রোজ : বৃহস্পতিবার তারিখে পরিচালনা পরিষদের ০১নং আলোচ্যসূচীর সিদ্ধান্তসমূহ :

(গ) মাসে অন্ততঃ একবার প্রতি আশ্রমের পরিচালনা সমিতির সেক্রেটারী ও ২জন সহকারী সেক্রেটারী অধিবেশন করিতে হইবে।

(ঘ) বার্ষিক উৎসবে সভ্যদের সাধারণ অধিবেশনে আশ্রমের পূর্ব্ব বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব ও কার্য বিবরণী দাখিল করিতে হইবে। এবং নতুন বর্ষের কার্য্য লিস্ট ও আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ (Budget) উপস্থিত করিবে।

৬ পৌষ ১৩৭৭বাং, আনন্দাব্দ-১৩৯, ১৯৭০ খ্রিঃ রোজ : মঙ্গলবার তারিখে পরিচালনা পরিষদের ৫নং আলোচ্যসূচীর সিদ্ধান্ত : মিশনের ভর্তি ফরমের মধ্যে আচার্য্যের নামের ঘরে স্থায়ীভাবে মিশন প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমৎ লবচন্দ্র পাল মহোদয়ের নাম লিখিত হইবে।

❁ ১৩ ভাদ্র ১৩৮৭ বাংলা, আনন্দাব্দ-১৪৯, ৩০/৮/১৯৮০ইং রোজঃ শনিবার তারিখে মিশন পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত : ... মাননীয় সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু ১১ বৈশাখ সর্ব্বধর্ম্মাবতার শ্রীশ্রীমৎ আনন্দস্বামী মহারাজের জন্মোৎসব এবং ১৭ বৈশাখ মিশন অবতার শ্রীশ্রীমৎ লবচন্দ্র পাল গুরুমহারাজের জন্মোৎসব সেহেতু ১২ বৈশাখ হইতে ১৬ বৈশাখ পর্যন্ত মিশন কেন্দ্র এবং আশ্রম সমূহে ধারাবাহিকভাবে উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুই অবতারের জন্মোৎসব একসূত্রে গ্রথিত করা হোক। উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

❁ ৩০ বৈশাখ ১৩৯০ বাংলা, আনন্দাব্দ- ১৫৩, রোজ : শনিবার তারিখে পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত নং ০৭ : মিশন প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুরু মহারাজ ১৩৪৪ বাংলা সনে মিশনের বার্ষিক উৎসব কালে নারীদের এক সভা আহ্বান করেন। একজন নারী সভাপতির আসন গ্রহন করেন। তিনি বলেন স্ত্রীগণও পুরুষের মত মিশন সেবা করিবে। ধর্ম প্রচার, মিশন সেবা ও সমাজ গঠন কালে তাঁহারও করিবেন। এ প্রস্তাব জানিয়া মিশন সদস্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে

প্রতি বৎসর মিশনের বার্ষিক উৎসব কালে নারীদের সভার প্রচলন করিবার জন্য প্রস্তাব গ্রহন করিল।

❁ ৯ শ্রাবণ ১৪০৩ বাংলা, ২৫ জুলাই ১৯৯৬ খ্রিঃ রোজ : বৃহস্পতিবার তারিখে পরিচালনা পরিষদের ৩নং আলোচ্যসূচীর (গ) নং ধারার সিদ্ধান্ত :

"শ্রীশ্রী গুরুমাতার জন্ম দিবস "মঙ্গলবার"– রবিবাসরীয় ও শনিবাসরের ন্যায় প্রতি সপ্তাহেই প্রত্যেক আশ্রমাদিতে পালিত হবে– এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা আরতির পর উক্ত আরতি বিধিতে উল্লেখিত নিয়মে জন্মদিন পালন করিবে। শ্রীশ্রী গুরুমাতা ঠাকুরাণীর জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠান প্রতি বছর ৪ঠা অগ্রহায়ণ উক্ত আরতি বিধি বহির নিয়মানুসারে পালিত হবে।

(ঘ) সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের বার্ষিক সাধনের নাম প্রতি বছরই পরিবর্তিত হইত। এখন হইতে মিশন জননী শ্রীশ্রী মনোরমা দেবী প্রদত্ত নিম্ন নামটিই মিশনের বার্ষিক সাধনের নাম হিসাবে আজীবন জপ করার সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বার্ষিক নাম : রহিম করিম শ্রীগুরু দয়াময় তুমি।

৫০০ জপ স্ত্রী

৫০০ জপ স্বামী

নমষ্কার : রহম কর দয়াময় তুমি।

মেয়াদ : আজীবন।

১৯ ভাদ্র ১৪০৩ বাংলা, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬খ্রিঃ রোজ : বৃহস্পতিবার তারিখের পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত : সংশোধনী ১নং এর (খ) ৯ শ্রাবণ ১৪০৩ বাংলা পরিচালক সমিতির সভার সিদ্ধান্ত ৩ (ঘ) শ্রীশ্রী গুরুমাতা ঠাকুরাণী প্রদত্ত বার্ষিক সাধনের

নাম আজীবন জপ করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে গভার্নিং বডির সভায় পরিবর্তিতরূপে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে এবং এ ব্যাপারে যে কোন নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহনযোগ্য।

❁ ১৬ কার্তিক ১৪৩০ বাংলা, আনন্দাব্দ- ১৯২, ০৩ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ রোজ : শুক্রবার তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের ১০নং আলোচ্যসূচীর সিদ্ধান্ত :

বাংলাদেশ মিশন হতে প্রকাশিত আরতি বিধির ত্রয়োদশ, চতুর্দশ সংস্করণ ও মিশনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী আরতি বিধিতে লিপিবদ্ধ মৃত ব্যক্তির সমাধিকালীন কার্যের ২নং নিয়মের নামজপ উপস্থিত সকলে কমপক্ষে ০৫ জন করিবে এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।